CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 December, 2020 ■ আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ১২ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিরোধী আক্রমণ, পাল্টা মার শাসকের

শাসক দল আগুন নিয়ে খেলছেঃ সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের শাসক দল আগুন নিয়ে খেলছে বলে মন্তব্য করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ। রবিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেনন, শাসক দল আগুন নিয়ে খেলছে অভিযোগ গৌতম দাশের। এই মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে দাবি করেন গৌতম দাশ। তিনি আরো বলেন, এই সময়ের মধ্যে উগ্রপন্থীর কার্যকলাপ বেড়ে গেছে। সামনে এডিসি নির্বাচন। তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, খয়েরপুর, রামনগর সহ বিভিন্ন জায়গায় হামলা হুজ্জুতি ইত্যাদির ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নাম উচ্চারণ না করেই গৌতম দাশ বলেন, বিজেপির প্রভারী আসার পর অমুক হঠাও ডাক দেওয়া হয়েছে। আর এখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

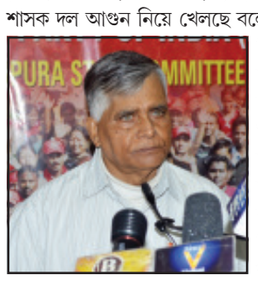

কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পিসিসি সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা নির্বাচনকে যে তারা ভয় পায় এটাই প্রমাণ বিষয়টি উল্লেখ করে পিযুষ কান্তি বিশ্বাস বলেন, নির্বাচনকে যারা ভয় পায় তাদের কারণও রয়েছে। যেভাবে হঠাও শ্লোগান উঠেছে তাতে নির্বাচন করার সাহস পাচ্ছে না। ভিন্নদিকে কৃষকদের জন্য নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণার সমালোচনা করতে গিয়ে পিযুষবাবু বলেন, এটা জুমলা। সরকারে আসার আগে থেকে এখন পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। কৃষকরা আন্দোলন করছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। আর কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে যখন সবাই ময়দানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম মিথ্যে মনগড়া অভিযোগ করছে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে গৌতম দাশ যে অভিযোগ তুলেছেন তা খণ্ডন করেছেন নবেন্দু ভট্টচার্য। পাল্টা জবাবে নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন, সিপিএমের এখন অস্তিত্ব সংকট চলছে। তাই সিপিএম এখন আর কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। মিথ্যে মনগড়া অভিযোগ করছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে নবেনদু ভট্টাচার্য বলেন, কূটনৈতিক সার্জিক্যাল স্টাইক করা হয়। আর তাতেই অপহৃতরা যেমন ফিরে এসেছে ঠিক তেমনি আরো কয়েকজন আত্মসমর্পণ করেছে। এই ক্ষেত্রে নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, কিভাবে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হলো, কিভাবে আত্মসমর্পণ করেছে তা সাংবাদিকরা অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষণ করলে কিংবা পুলিশ কর্তাদের কাছ থেকে তথ্য নিলেই স্পষ্ট হবে। তবে সিপিএম রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর মৃত্যুদিন পালন না করে বিদেশের খুনিকে সম্মান জানালো। চিনের মাও-সেতুংয়ের জন্মদিন পালনের কর্মসূচিকে এভাবে কটাক্ষ করলেন নবেন্দু। তবে বিভিন্ন জায়গায় যে ভাবে অস্থিরতার সৃষ্টি করা হচ্ছে তার জন্য সিপিএমকে দায়ী করেন নবেন্দুবাবু। বাংলাদেশকে চাপ দিয়ে সেই দেশ থেকে অপহৃতদের ফিরিয়ে আনা এবং উগ্রবাদীদের আত্মসমর্পণ করানোর ক্ষেত্রে উভয় দেশের সুরক্ষা বাহিনী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার কথা তুলে ধরেন নবেন্দুবাবু। তিনি মূলত সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের সাংবাদিক সম্মেলনের জবাব দিতেই সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

বলেন, রাজ্যে খাদ্য নেই, কাজ নেই, সংকট চলছে বলে গৌতম দাশ যে অভিযোগ করেন সেটা সর্বৈব মিথ্যা বর্তমানে রেশনে প্রচুর চাল মজুত আছে। অনেকে চাল গ্রহণ করছে না। এতেই প্রমাণ করে খাদ্য নেই, খাদ্য সংকটের অভিযোগ মিথ্যা। বর্তমান সরকারের সময়ে গ্রামীণ বিকাশ কিভাবে হয়েছে তাও তুলে ধরেন নাবেদদু ভট্টাচার্য। আত্মহত্যা নিয়ে গৌতম দাশের অভিযোগ খারিজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৭ ডিসেম্বর।। খোয়াই কলেজ সংলগ্ন এলাকার ড্রেন থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম নিরঞ্জন দে। বাড়ি লাল ছড়া এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, কয় কলেজের পেছনদিকে ড্রেনে ওই যুবক পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজনরা। যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় জনগণ খোয়াই থানার পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে তার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। মৃতদেহটি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন স্থানীয় জনগণ।মৃতদেহটি শনাক্ত হওয়ার পরপরই পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁর বাড়িতে খবর পাঠানো হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন পরিবার-পরিজনরা।

কিভাবে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে খোয়াই থানার পুলিশ জানিয়েছে প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই এ বিষয়ে নিশ্চিত হবে পুলিশ।এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু না কোন পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা নিয়ে স্থানীয় জনমনে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

তেলিয়ামুড়ায় রাবারের গুদামে আগুন, প্রচুর ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার ভূমিহীন কলোনিতে একটি রাবারের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, দুস্কৃতিকারীরা রাতের অন্ধকারে আগুন ধরিয়ে দেয়।

রাবারের গুদামের মালিকের নাম বুলু নাথ শর্মা।রাবারের গুদামের মালিক জানিয়েছেন অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তিন লক্ষাধিক টাকা। এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে রাবারের গুদামের মালিক জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি পুলিশ।উল্লেখ্য ইতিপূর্বে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাবারের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।এ ধরনের নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে রাপার চাষি এবং রাফার গুদামজাত করার সঙ্গে জড়িত লোকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ইরানীতে বিএসএফ-জনতা সংঘর্ষ, ঘায়েল সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলা শহরের ইরানি বাজার সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফ এবং জনতার সংঘর্ষে উভয়পক্ষে সাতজন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইরানি বাজার সংলগ্ন এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এক টমটম চালক টমটমে করে যাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছিল। ইরানি বাজার সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা টমটম থেকে আটক করে কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই লাঠিপেটা শুরু করে। টমটম রাস্তার পাশে পড়ে যায়। বিএসএফের বেধড়ক মারধরের পাঁচজন আহত হয়েছেন।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ক্ষুব্দ জনতার হাতে দুই বিএসএফ জওয়ান আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর।টমটম চালক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বিএসএফ জওয়ানরা অহেতুক আটক করে এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা সংঘটিত করেছে। ঘটনায় জড়িত বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

রাজ্য পাচ্ছে কেন্দ্রের আরও একটি 'বেস্ট পারফর্মিং এওয়ার্ড'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (নগর)-এর অধীনস্ত কাজ সম্পাদন করার জন্য ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্ব ও পাহাড়ি রাজ্যগুলির মধ্যে "বেস্ট পারফর্মিং স্টেট"-এর মর্যাদা দিয়েছে। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে বেস্ট পারফর্মিং এওয়ার্ড প্রদান করেছে ও বিলোনিয়া মিউনিসিপ্যাল কউন্সিলকে বেস্ট পারফর্মিং সম্মান প্রদান করেছে। আগামী ১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই সম্মান প্রদান করবেন।

এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আজ রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বের দিন। আমরা এই দিশাতেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় যুব উৎসবে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়ায় জেলাভিত্তিক যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে শুরু হয় চরম উত্তেজনা। রবিবার বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব। অনুষ্ঠানে আগত অতিথী বৃন্দের ভাষন শেষে অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীতা শুরু হয়। এরমধ্যে বিলোনিয়ার এক দল ও শান্তিরবাজারের বিবর্তন সামাজিক সংস্থার দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে।

প্রতিযোগীতা শেষে বিচারক মন্ডলীরা দুই দলকে সমান বলে ঘোষনা করে। পরবর্তী সময় বিচারক মন্ডলীরা নিজেদের খুশিমতো টর্চ করে প্রথম ও দ্বীতিয় বাছাই করে। এতে করেই শুরু হয় দ্বন্দ। এই টর্চে দ্বীতিয় হয় শান্তির বাজারের বিবর্তন সামাজিক সংস্থা।

এই সামাজিক সংস্থার সদস্যরা চাইছে পুনরায় প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে প্রথম ও দ্বীতিয় বাছাই করা হোক। যে কোনো খেলাধূলায় সমান প্রতিদন্দিতা হলে সকলকে পুনরায় একটু করে সুযোগ করে দেওয়া হয় কিন্তু আজকে দিনে বেতিক্রমী ভাবে ফলাফল ঘোষনা করা হলো। দল থেকে বিচারক মন্ডলীর কাছে আবেদন জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হয়নি। এই নিয়ে সামাজিক সংস্থার সদস্যরা সংবাদ মাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন।

তেলিয়ামুড়ায় বাড়ছে চুরি বাদ গেল না রামঠাকুর আশ্রমও

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া রাম ঠাকুর মন্দির এর অফিস গৃহে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল রাম ঠাকুর আশ্রম এর অফিসের আলমারি ভেঙ্গে সোনা গয়না এবং অন্য কোন টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

আজ রাম ঠাকুর মন্দিরে একটি অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল।অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাম ঠাকুর মন্দিরের কর্মকর্তারা সকালবেলা আসলে তারা লক্ষ্য করেন রাম ঠাকুর মন্দির এর অফিস গৃহে লন্ডভন্ড অবস্থা। ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখেন তারা রাম ঠাকুর মন্দির এর অফিস ঘরের পেছনদিকে টিনের বেড়া কেটে চোরের দল ভিতরে ঢুকেছে।

আলমারির লক ভেঙ্গে নগদ টাকা এবং সোনা গয়না হাতিয়ে নিয়ে গেছে।এ ধরনের ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ভক্ত প্রাণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয়নগরে পুলিশের জালে আটক কুখ্যাত নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন জয়নগর এলাকা থেকে এক নেশা কারবারিকে আটক করেছে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ। আটক নেশা কারবারীর নাম সেলিম মিয়া। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরেই নেশা কারবরের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রয়েছে।

পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে তাকে আটক করার জন্য খোঁজ ছিল।অবশেষে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশের জালে ধরা পড়ে নেশা কারবারি সেলিম মিয়া।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো বেশ কয়েকজনের নাম ধাম উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।উল্লেখ্য রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য গঠন করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেশা কারবারিরা নানা কৌশলে তাদের নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে।পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা এই স্বভাবের নেশা কারবারিদের জালে তোলার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ জানিয়েছে গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার ইম্ফলে কয়েকটি সরকারী প্রকল্পের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বিদেশি পণ্যের ভারতীয় পরিপূরক বেছে নেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.)।। বছরের শেষ মান কি বাতে ভোকাল ফর লোকালের সপক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের উৎপাদনকারী এবং উদ্যোগপতিদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন যে বিশ্বমানের পণ্য তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তার আহবান বিদেশি পণ্যের ভারতীয় পরিপূরক বেছে নিতে হবে।

এদিনের মান কি বাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, " আমি প্রত্যেকের কাছে আহ্বান জানাই প্রত্যেকদিন যেসব পণ্য আপনারা ব্যবহার করেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন। সেই তালিকায় দেখুন কোন পণ্যটি বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। যা আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরিপূরক বেছে নেওয়াটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। "

করোনা পরিস্থিতি যে অনেক পরিসর তৈরি করে দিয়েছে তার ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা ভাইরাসের জন্য পণ্য সরবরাহ বা সাপ্লাই চেন গোটা বিশ্বে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটা সংকট থেকেই আমরা নতুন করে অনেক কিছু শিখি। ভারত নিজের নতুন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পেরেছে। এই ধরনের সক্ষমতাকে আত্মনির্ভরতা বা স্বাবলম্বী হিসেবে আমরা আখ্যা দিতে পারি। এটাই সেই সময় যখন আমরা " জিরো ইফেক্ট, জিরো ডিফেক্ট " নীতির ওপর ভরসা করে চলতে পারি। যখন প্রতিটা বাড়িতে ভোকাল ফর লোকাল প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তখন এটা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের পণ্যগুলি যেন বিশ্বমানের হয়। বিশ্বের সেরা পণ্যটা যেন ভারতে হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য আমাদের উদ্যোগপতিদের এবং যারা স্টার্টআপ করছে তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। এক বছরের মধ্যে ভারতীয়দের মানসিকতার বিপুল পরিবর্তন এসেছে। এমনকি অর্থনীতিবিদরাও পরিস্থিতিটা অনুধাবন করতে পারেনি। ক্রেতারা এখন মেড ইন ইন্ডিয়ার পণ্য কিনতে চাইছে। মানুষের মানসিকতা এটি একটি বড় পরিবর্তন। জনগণের মানসিকতায় বিপুল পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

মহিলার সাথে ফস্টিনস্টি আটক টিএসআর জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর বিদ্যানগর গ্রামে এক টিএসআরকে অসংলগ্ন অবস্থায় আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। আটক টিএসআর জোয়ানের নাম মুন্না রায়। সে ১৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ান এর জওয়ান বলে জানা গেছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কৈলাশহরের বিদ্যানগর গ্রামে এক মহিলা ভাড়া থাকতো। স্বামীগৃহ ছেড়ে ওই মহিলা বিদ্যানগর গ্রামে ভাড়া বাড়িতে আসে। ভাড়া বাড়িতে ওই মহিলা আসার পর থেকেই টিএসআর জোয়ান মহিলার ঘরে আসতো। তাতে স্থানীয় জনগণের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে। গত বেশ কিছুদিন ধরেই স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।গতকাল রাতে টিএসআর জোয়ান ওই মহিলার ভাড়া বাড়িতে আসলে ঘরের ভিতরে তাকে আটক করেন।তাকে আটক করে খবর দেওয়া হয় কৈলাশহর থানার পুলিশকে।

পুলিশ আসলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় জনগণ। এলাকাবাসীর অভিযোগ ওই টিএসআর জওয়ান মহিলার ঘরে আসা যাওয়া করত।স্থানীয় বাসিন্দারা তাতে আপত্তি জানানো সত্ত্বেও টিএসআর জওয়ান তাতে কর্ণপাত করেনি। সে কারণেই তাকে ঘরের ভিতরে আটক করে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। নারীঘটিত এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৮০ ▫ ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ইং ▫ ১২ পৌষ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

যত্নশীল হওয়া জরুরী

শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন দেশের তৈরি করিয়া থাকে ইহা গোটা বিশ্বের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।বিগত অর্থবছরের মানব উন্নয়নের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া রাষ্ট্রসংঘ যে সূচক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের অবস্থান বিগত বছরের তুলনায় খানিকটা নিম্নমুখী।তুলনামূলকভাবে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থায়। ইহা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের গর্বের বিষয়।রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব উন্নয়ন সূচকে নামিয়া গিয়াছে ভারত। ১৮৯টি দেশের মধ্যে তাহার স্থান ১৩১। শ্রীলঙ্কা, চিন, ভুটান তাহার আগে, অব্যবহিত পশ্চাতে বাংলাদেশ। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব উন্নয়ন প্রকল্প দেশে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া থাকে, সেখানে আগের বছরের স্থান হইতে ভারত দুই ধাপ নামিয়াছে। তাহার অর্থ ইহা নহে যে, ভারতে উন্নয়ন হয় নাই। তাহার অর্থ, অন্য দেশগুলি ভারত অপেক্ষা ভাল ফল করিয়াছে।

তবে এই বৎসরের রিপোর্টে যাহা দেখানো হইয়াছে, তাহা ২০১৯ সালের মানব উন্নয়নের চিত্র। তখনও করোনাভাইরাস আসে নাই, দেশবাসীর জীবন-জীবিকায় অতিমারিজনিত অভূতপূর্ব দুরবস্থা তখন ছিল না। সেই নিরিখেও ভারতের পয়েন্ট পতন, মাথাপিছু জাতীয় আয় হ্রাস ভাবিবার কথা বইকি। কোভিডপীড়িত এই বৎসরে মানব উন্নয়নের হিসাব মিলিবে পরের বৎসর, সেই খতিয়ান যে স্বস্তির হইবে না, তাহাও এক প্রকার নিশ্চিত। দেশে কর্মসংস্থানের চিত্র করোনা-পূর্ব সময়ে আদৌ ভাল ছিল না, এই বৎসর কর্মহীনতা তুঙ্গস্পর্শী হইয়াছে। জিডিপি-র রেকর্ড সঙ্কোচন হইয়াছে। সরকার আশা করিয়াছিল, বাজারের হাতে ভার তুলিয়া দিলে ভাল হইবে, চাহিদা-জোগানের সাম্যাবস্থায় অর্থনীতির চাকা ঘুরিবে। কিন্তু দরিদ্র, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিতদের অবস্থা ফিরে নাই। সামাজিক পরিসরগুলির উন্নয়নে বাজেট-বরাদ্দ কমাইয়া দিয়াছে সরকার, খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি বাড়িয়াছে। শিক্ষাও চরম বিপর্যস্ত, শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত শিক্ষা ও মিড-ডে মিল-সহ সামগ্রিক ব্যবস্থাটিই এত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে, কোভিডোত্তর বিপুল পরিমাণ স্কুলছুটের আশঙ্কা করিতেছে শিক্ষাক্ষেত্র। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, আর্থিক নিরাপত্তা ও জমির মালিকানা থাকিলে নারীর নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন বাড়ে, পরিবার ও সমাজে লিঙ্গভিত্তিক হিংসা কমিয়া আসে। তাহা কত দূর হইয়াছে, আদৌ হইয়াছে কি না তাহা পরের বৎসরের হিসাব বলিবে সত্য, কিন্তু সরকারকে অবিলম্বে ইহা গুরুত্ব দিয়া দেখিতে হইবে। রাজনীতি বা অন্য লাভালাভের চিন্তা না করিয়া আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দরিদ্রের অর্থাভাব, মধ্যবিত্তের ক্রমাগত ব্যয়সঙ্কোচ-সহ হতবল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের হাল ধরিতে হইবে। সমাজে উন্নয়ন ও সক্ষমতার মূল চাহিদাগুলি পূরণ করিতে হইবে রাষ্ট্রকেই।

এই প্রেক্ষিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানব উন্নয়নচিত্র দেখিতে পারে ভারত। তালিকায় ভারতের পরে স্থান পাইলেও গত এক দশকে বেশ কয়েকটি সামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ আগাইয়া আছে। শিশুমৃত্যুর হার ও টিকাকরণে তাহার সাফল্য ভারত অপেক্ষা ভাল। বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক, লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক, এমনকি গত বৎসরের বিশ্ব সুখসূচকেও ভারত বাংলাদেশের পিছনে ছিল। যে দেশ হইতে বিস্তর মানুষ আসিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও আসিবেন বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার উত্তেজিত, সাম্প্রতিক তথ্যে প্রকাশ বেআইনি ভাবে আসা বাংলাদেশিরা বরং স্বদেশেই ফিরিতেছেন বেশি। অতিমারিতেই হউক বা নিরাপদ সময়ে, সামাজিক ক্ষেত্রগুলিকে রাষ্ট্র গুরুত্ব বা অগ্রাধিকার দিতেছে বুঝিয়াই তাঁহাদের এই প্রত্যাবর্তন। রাষ্ট্রীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও দূরদর্শিতাই সমাজে মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করে। হউক ক্ষুদ্র প্রতিবেশী, বাংলাদেশের কাছে ভারতের সেই পাঠ লওয়া দরকার। কেননা,বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত ছোট দেশ হইলেও নানা দিক দিয়া গত বেশ কিছুদিন ধরিয়া অনেকটাই উন্নয়নের শীর্ষে উঠিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে।

''আমি নামমাত্রই মন্ত্রী ছিলাম আসলে ল্যাম্পপোস্ট ছিলাম'': বিজেপিতে যোগ দিয়েই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর শুভেন্দুর

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ ডিসেম্বর (হি স): একুশের নির্বাচনের আগেই তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপিতে যোগ দিয়েই রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের জনসভায় যোগ দেন বিজিবিতে শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই জনসভা থেকেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন শুভেন্দু।''আমি নামমাত্রই মন্ত্রী ছিলাম আসলে ল্যাম্পপোস্ট ছিলাম'' তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন শুভেন্দু। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, '' ''এতগুলো বছর ধরে সরকারটা চলেছে দেড়জনের উপর নির্ভর করে। কলকাতার ৩, ৪ জনের হাতে দল এবং সমস্ত মন্ত্রীর রাশ। আমি নামমাত্রই মন্ত্রী ছিলাম। আসলে ল্যাম্পপোস্ট ছিলাম। আমি দলটার ভিতরে ছিলাম, ঘেন্না ধরে গেছে। কীভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর নাম বদলেছে। একজন সবুজসাথী সাইকেল নিয়ে বলেছে, কী সাইকেল। ভাঙা সাইকেল সারাতে ৪০০ টাকা গিয়েছে।তৃণমূলের একজন সাংসদ বলেছে মেদিনীপুরে বিশ্বাসঘাতক জন্ম নেয়। আমি বলি বর্ণ পরিচয়ের জনক বিদ্যাসাগর, ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনি হাজরা, প্রথম তাম্রলিপ্ত সরকার সব মেদিনীপুরের''।

''দাদার সঙ্গে কথা হলো নানান বিষয়ে'': টুইট রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি স):একুশের নির্বাচনের আগেই রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। রবিবাসরীয় বিকেলে হঠাৎই রাজভবনে হাজির বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কি কারনে রাজভবনে গিয়েছেন সৌরভ তার নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা তুঙ্গে। সেই জল্পনার মাঝেই ''দাদার সঙ্গে কথা হলো নানান বিষয়ে'' টুইট রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরের।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়- র সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে টুইট করে রাজ্যপাল লেখেন, '' দাদার সঙ্গে দেখা হলো। আজ রাজভবনে ৪.৩০ টের সময় নানান বিষয় নিয়ে সৌরভের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ১৮৬৪ সালে তৈরি সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ক্রিকেট খেলার মাঠ ইডেন গার্ডেনস ঘুরে দেখার জন্য তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি''। উল্লেখ্য, বর্তমানে সকলেই উৎসাহিত একুশের নির্বাচনকে নিয়ে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে আবার বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর স্ত্রী। যোগদান ত্যাগ নিয়ে এমনিতেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। সেই উত্তেজনায় আরো কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠলো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজভবনে দেখে। বহুদিন ধরেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কবে রাজনীতিতে আসবেন, আদতে আসবেন নাকি সেই নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। যদিও এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সৌরভ। তবে এরই মাঝে রবিবার রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজ্যপালের সঙ্গে প্রায় দু - ঘণ্টা বৈঠক করেন সৌরভ। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৌরভ বলেন, '' খেলার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল সাক্ষাৎ করার সেই ইচ্ছা পূরণ হলো''।

বিস্মরণ ঃ এক গুরুতর সামাজিক সংকট

প্রমথরঞ্জন ভট্টাচার্য

ছোটবেলার ঘটনা। পাশের বাড়ির রমেনকাকু একটা চেয়ারে বাড়ির বারান্দায় ভাবলেশহীন মুখে যায় বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে সবার নজর এড়িয়ে বেরিয়ে যেতেন। নিজের নাম, বাসস্থান, চেনা পরিচিত কারওর নাম মনে করতে পারতেন না। পাড়ার বা আশেপাশের লোকজন চিনতে পেরে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন। অকৃতদার রমেনকাকুর বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। থাকতেন দিদির বাড়িতে। যত্নের কোনও ত্রুটি ছিল না। সেই সঙ্গে বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগেরও শেষ ছিল না। শুনতাম ওনার স্মৃতিভ্রংশ' হয়েছে, 'বিস্মরণ' সমস্যায় ভূগছেন। কিছু মনে করতে পারেন না। একদিন রমেনকাকুর খোজ নেই। চারদিকে খোঁজ খোজ রব। আমরা সবাই যখন হতাশ, বাড়ির সামনে একটা ট্যার্সি এসে থামল। সবাইকে অবাক নামানো হল রমেনকাকুকে। ভবানীপুরে শ্বশুরবাড়ির এক আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার পথে ওই অঞ্চলে রমেনকাকুকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। তারপর আরেকদিন কাকুর কোনও খোঁজ নেই। আত্মীয়স্বজন, থানাপুলিশ, রেডিও, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, জ্যোতিষী, কালীঘাটে মানত-ত্ত কিছুই বাদ গেল না, কিন্তু রমেনকাকুর আর কোনও খোজ পাওয়া গেল না। শোকে দুঃখে ভগ্রহৃদয়ে কাকুর দিদি শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। তারপর একদিন দেহ রাখলেন। সমস্ত পাড়ায় নেমে এল নিদারুণ শোকের ছায়া। বিশ্বব্যাপী আযালজাইমার বা সেই সম্পর্কিত বিস্মরণজনিত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪৬.৮ মিলিয়ন এবং এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমন। যদি এই রোগ সংক্রান্ত নতুন কোনও দিশা বা আবিষ্কারের ঘটনা না ঘটে, তাহলে ২০৩০ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৭৪.৭ মিলিয়নে এবং ২০৫০ সালে সংখ্যাটা ১৩১.৫ মিলিয়নকে ছাপিয়ে যাবে। প্রতি ৩.২ সেকেন্ডে বিশ্বে কোথাও না কোথাও নতুন করে একজন এই রোগের শিকার হচ্ছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে এই রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪ মিলিয়নের বেশি। পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৭.৭ মিলিয়ন এবং ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১৩৪.২ মিলিয়ন।

'বিস্মরণ'' রোগে পীড়িত রোগীদের সন্তানসনতি ও নিকটজনেরও মর্মান্তিক মনঃকষ্ট, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা। বিস্মরণ সমস্যা আজ এক গুরুতর সামাজিক সংকট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংকটের রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা সমস্ত বিশ্বে প্রায় ২.০ মিলিয়ন। বিস্মরণের মূলে সাধারণত অ্যালজাইমার রোগ। (অ্যোলজাইমার'স (ডিজিজ, অথবা আআলজাইমারস বা এডি)। তাছাড়া অন্যান্য কারণেও বিস্মরণ বা ডিমেনশিয়া হতে পারে। আযালজাইমার রোগ একটি একমুখী হেরিভারসবল), ক্রমবর্ধমান ত্ত (প্রোগ্রেসিভ), স য় ু অ ব ক্ষ য় জ নি ত (নিউরোডিজেনারেটিভ) মস্তিষ্কের একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা যা ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তার দক্ষতা ও নিপুণতাকে বিনস্ক করে যার অন্তিম পরিণতি কোনও কাজ করার মতো ক্ষমতার নাশ এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ডলে পড়া। অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে এডি'র সূচনা হয় সাধারণতঃ ছত্ব-এর মাঝামাঝি বয়সে প্রায় । ৬০-৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে স্মৃতিভ্রংশের মূলে এডি।

১৯০৬ সালে এই রোগটি প্রথম সনাক্ত করেন জার্মান ত্ত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এলোইস অ্যালজেইমার এবং পরে তার নামে রোগটি নামানিত হয়। নতুন কোনও ঘটনা বা তথ্য মনে রাখার মতো ক্ষমতার অভাব বা নতুন কোনও কিছু শেখার ক্ষমতার অভাব অথবা সাম্প্রতিক কোনও ঘটনা মনে রাখার ক্ষমতার অভাবকে রোগের প্রাদুর্ভাব হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

পূর্বলক্ষণ এবং উপসর্গ ঃ

রোগের গতিধারা সাধারণতঃ চারটে পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রতিটি পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান বা ধারণা সংক্রান্ত (কগনিটিভ) এবং শারীরিক ক্রিয়ার (ফাঙ্কশনাল) ক্ষতিসাধনের লক্ষণ দেখা যায়।

প্রাকস্মৃতিভ্রংশ (প্রি-ডিমেনশিয়া) পর্যাপ্ত পরিমাণে উপসর্গগুলি প্রকাশ পাওয়ার আগে প্রায় সাত-আট বছর ধরে মৃদু জ্ঞান বা ধারণা সংক্রান্ত অসুবিধে দেখা দেয়। এই প্রাথমিক উপসর্গগুলো সাধারণতঃ দৈনন্দিন জটিল কর্মজীবনের ক্ষতি করে। প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি শের টার্ম মেমরি) শক্তি হারিয়ে ফেলা যার ফলে সম্প্রতি শেখা বিষয়গুলি মনে রাখা এবং নতুন অক্ষমতা। মনোযোগ, পরিকল্পনা, নমনীয়তা এবং অকিন্দয় চিন্তাভাবনার (এবস্রাক্ট থিঙ্কিং)-এর সমস্যা এবং অর্থ বা মানে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় স্মৃতিশভির ক্ষতিসাধন।

প্রাথমিক পর্যায়: এডি রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির সমস্যা ছাড়াও প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষার সমস্যা, কাজকর্মের সমস্যা ধারণা, চলাফেরার সমস্যা প্রভৃতি গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। রোগের ক্রমবর্ধমান প্রকোপের ফলে সারলম্বিতা এবং দৈনন্দিন কাজকর্মগুলো করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা কথা বলার সমস্যা, পড়াশোনাও দেখালেখির অক্ষমতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

গুরুতর পর্যায় ভ্যোডভান্সড স্টেজ):

এই পর্যায়ে রোগী পরনির্ভর হয়ে পড়েন। কথা বলা বা ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে একটা-দুটো কথা বা দু-একটা শব্দে এসে দাঁড়ায়। এবং শেষ পর্যন্ত বাকশক্তি রহিত হয়ে পড়েন। কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের স্মৃতি সংক্রান্ত অসুবিধা দেখা দেয় এবং এই অবস্থাকে মাইল্ড কগনিটিভ ইমপেয়ারমেন্ট (এমসিআই) বলা হয়। এইসব ব্যক্তিরা বেশি মাত্রায় স্মৃতি সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগে যদিও তাদের উপসর্গগুলো পুরোপুরি আযালজাইমার রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের মতো অত মারাত্মক বা সাংঘাতিক ধরনের হয়। দেখা গিয়েছে এমসিআই কবলগ্রসথ ব্যক্তিরা বেশিমাত্রায় অ্যালজাইমার রোগে আক্রান্ত হন। আবার কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা মাঝেমাঝে ভূলে যান বা মনে করতে বা রাখতে পারেন না, যেমন, সময় গাড়ির চাবি নিতে ভূলে যান, কখনও কখনও দরজার তালা দিতে ভুলে যান ইত্যাদি। এই উপসর্গশুলো অনিয়মিত বা আনুষঙ্গিক ভুলক্রুটি (অকেশন্যাল ফরগেটফুলনেস) এবং এইসব ব্যক্তিরা স্মৃতিভ্রংশ বা আযালজাইমার রোগে ভুগছেন বা আক্রান্ত, তা বলা যায় না কারণ কিছুক্ষণ পরেই আবার তাদের মনে পড়ে যায় কিন্তু অ্যালজাইমার রোগের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না, কারণ অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া বা মনে করতে না. পারাটা একমুখী এবং অপরিবর্তনীয় ছেরিভারসবল)। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবেশগত চাপের ফলে বা জটিল বা কঠিন ভুল বা ভুলভ্রান্তিজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। অবশ্য পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সমস্যাগুলো দূর হয়ে গেলে ভুলভ্রান্তির ব্যাপারগুলোও দূর হয়ে যায় কেননা সমস্যাগুলো সাময়িক।

রোগ নির্ণয়:

অ্যালজাইমার্স আযসোসিয়েশন এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট. অব নিউরোলজিক্যাল অ্যান্ড কমিউনিকেটিভ ডিজভর্ডার অ্যান্ড স্ট্রোক যৌথভাবে অ্যালজাইমার রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। সাধারণতঃ আটটি জ্ঞানাত্বক ক্ষেত্র (কগনিটিভ ডোমেইনস) অ্যালজাইমারের স্মৃতিশক্তি, ভাষা, প্রত্যক্ষজ্ঞান বা নৈপুণ্য, মনোযোগ, গঠনমূলক ক্ষমতা, দিক বা অবস্থান নির্ণয়, সমস্যা সমাধান এবং ক্রিয়াকর্ম বা কার্যকরী ক্ষমতা। অবসাদজনিত মানসিক পরীক্ষাও অ্যালজাইমার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যিক। কারণ এই রোগের মুলে মানসিক অবসাদের ভূমিকাও যথেষ্ট। সাধারণত কোনও ব্যক্তিকে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের নকশাকে নকল করতে বলা হয় বা অনুরূপ কোনও নকশাকে অঁকতে বলা হয় বা নকশাগুলিকে চিহ্নিত করতে বলা হয়। অথবা বিভিন্ন বিচিত্র আকারের প্রতিকৃতি দেখানো হয় এবং তার মধ্যে থেকে কোনও কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা বা প্রতিকৃতিগুলি দেখে মনে কী ধারণা হয়, তা ব্যক্ত করতে বলা হয়। তা ছাড়া বেশ কতগুলো শব্দ শুনে বা সংখ্যা শুনে তা মনে রেখে বলা বা শব্দ ও সংখ্যাগুলো উল্টোভাবে বলা। কোনও কিছু পড়তে দেওয়া এবং সেটা কতটা পরিষ্কার বা সঠিকভাবে পড়তে পারে সেটা লক্ষ্য করা, তা ছাড়া কতগুলো শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে ক্রমানুসারে একটার থেকে আরেকটা বিয়োগ করা প্রভৃতি পরীক্ষার সাহায্যে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয়ে প্রভূত সাহায্য পাওয়া যায়। এইসব পরীক্ষার সাহায্যে মানসিক অবসাদও নিরূপণ করা সম্ভব।

অ্যালজাইমারের প্রাণরাসায়নিক (বোয়োকেমিক্যাল) কারণঃ রোগের প্রাণ রাসায়নিক কারণগুলো এখনও পর্যন্ত খুব একটা পরিস্কার নয়। অ্যালজাইমারের বৈশিষ্ট্য হল মভিক্ষে লয়ুকোষের এবং স্নায়ুসনিধির (সোইনাপস) হস। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো শুকিয়ে যায় এবং মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কোনও প্রোটিনের সঠিক কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন সঠিকভাবে ভাজ হওয়া (ফোল্ডিং) এবং সঠিক ত্রিমাত্রিক গঠন পাওয়া টোরশিয়ারি স্ট্রাকচার এবং থ্রি ডাইমেনশনাল কনফারমেশন)। অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে প্রোটিনের অস্বাভাবিক ভাজ (অ্যাবনরমারের প্রোটিন মিসফোল্ডিং) লক্ষ্য করা যায়। এবং সংশ্লিষ্ট প্রোটিনটি হল অ্যামাইয়েড-বিটা প্রোটিন। অ্যামাইলইয়েড বিটা ছোট একটা অস্বাভাবিক ধরনের পেপচাইড (অ্যামাইনো অ্যাসিডের মালা বা শৃঙ্খল, প্রোটিন যা দিয়ে তৈরি) যেটা অ্যামাইলয়েড প্রোটিনের পূর্বসূরী প্রোটিন (অ্যামাইলয়েড প্রিকারসার প্রোটিন, এপিপি) যার কর্মপ্রণালী এখনও বিস্তারিতভাবে জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় এটি স্মায়বিক উন্নতিতে সহায়তা করে। আবার টাউ প্রোটিন নামে একটি প্রোটিনের মস্তিষ্কে অস্বাভাবিকভাবে পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলেও অ্যালজাইমারের প্রকোপ দেখা দেয়। তা ছাড়া মস্তিষ্কে স্নায়ুসংবাদপবিবাহক (নিউরোট্রামিটার) এসিটাইল কোলিন-এর ঘাটতিও অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্ম মূলতঃ সংবাদ পরিবহণ বিপর্যয় দেখা দেয়।

গকোজ নিঃশেষণ (গ্লুকোজ কনজাম্পশন): মস্তিষ্ক আমাদের শরীরে একটি অত্যাবশ্যক এবং অত্যন্ত সক্রিয় অঙ্গ। আমাদের শরীরের মোট গ্লুকোজ নিঃশষণের প্রায় ৮০ শতংশ বয় হয় মতিক্কের ক্ষেত্রে। সুতরাং গ্রুকোজ বিপাক (মেটাবলিজম) মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত জরুরি এবং অপরিহার্য ক্রিয়াকর্ম এবং এটি ব্যাহত হলে মতিজের বা মস্তিষ্কের কর্মপ্রণালীর বিপুল ক্ষতি হওয়ার সম্ভব। অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে এই গকোজ নিঃশেষণের পরিমাণ ভীষণরকম কমে যায়। দেখা গিয়েছে একই বয়সের স্বাভাবিক বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় অ্যালজাইমার রোগীর মস্তিষ্কে গকোজ বিপাকের হার প্রায় ১৭-২৪ শতাংশ কমে যায়। এবং মস্তিষ্কের যে সব অংশ স্মৃতি এবং জ্ঞানাত্বক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত সেইসব অংশে গকোজ বিপাকের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

ইনসুলিন সংকেত ইনসুলিন সিগনালিং): সম্প্রতি ডায়াবেটিস এবং আযালজাইমারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক লক্ষ্য করা গিয়েছে ইনসুলিন প্রতিরোধ (ইনসুলিন রেভিস্টা) ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বা লক্ষ্য করা যায় অ্যালজাইমার রোগণস্থ ব্যক্তিদের মক্তিস্কে। ফলে মস্তিষ্কের জ্ঞানাত্বক ক্রিয়াকর্মের ক্ষতিসাধন হয়।

জারণক্রিয়াজাত নিষ্পেশন বা চাপ অক্সিডেটিভ স্টি): অ্যালজাইমার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মক্তিদ্বের নিউক্লিয়ার বা মাইটোকনড্রিয়াল ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঘটনা লক্ষ্য করা যায় জারণজাত ক্রিয়ার বেশি হওয়ার জন্য এবং সেই কারণে নিষ্পশণের ফলে মস্তিষ্কে ন্নায়বীয় অবনমনের (নিউরোডিগ্রেডেশন) সম্ভাবনা দেখা দেয় যা অ্যালজাইমার রোগের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংকটজনক অবস্থার সুচনা করে। সাধারণত এই অবস্থাগুলো অ্যালজাইমার রোগের মূলে।

অ্যালজাইমারের বংশানুগত (জেনেটিক) প্রভাব: অ্যালজাইমার রোগটি সর্বাংশে পারিবারিক ইতিহাসের উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ বংশে কারও এই রোগ থাকলে এই রোগের সম্ভাবনা আছে সেটা ঠিক নয়। তবুও যাদের একদম নিকটাত্মীয়ের ফোর্টডিপ্রি রিলেটিভ) এই রোগ আছে অথবা পিতামাতা বা সন্তানসন্ততি কারও যদি এই রোগ থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এবং যাদের খুব নিকটাতয় দুএকজনের এই রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে রোগের সম্ভাবনাটা বেশি। বংশে কারও এই রোগ দেখা দিলে, বংশগত (হেরিডিটারি) বা পরিবেশগত বা উভয়েরই প্রভাব থাকতে পারে। বংশানুগত অ্যালজাইমার-ত্ত দু'ধরনের বংশানুর প্রভাবে এই রোগটি হতে পারে। ১. ক্ষতিকারক বংশানু রিস্ক জিনস) এবং ২. নির্ণায়ক বংশানু (ডিটারমিনিস্টিক জিনস)। দুটো ক্ষেত্রেই এই রোগ সনাক্ত করা গিয়েছে। রোগেরসম্ভাবনা প্রবল কিন্তু রোগ যে হবেই তার নিশচয়তা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা একটি ক্ষতিকারক বংশানু সনাক্ত করেছেন-ত্ত ক্রোমোজোম ১৯-এ অবস্থিত এপোলিপোপ্রোটিন ই বংশানু যার প্রভাবে রোগটি দেখা দেয় সাধারণতঃ ৬০ বছর বয়সের মাঝ থেকে এবং তারপরে। এই বংশানুর তিনটি বংশানু যুগল (এলীল, একই বৈশিষ্ট্যেরসম্পন্ন একই বংশানুর ভিন্ন প্রকারের রূপ)ত্ত দেখা যায় যাদের মধ্যে এপিলিপোপ্রোটিন ই৪ বংশানু যুগলটি বেশি মাত্রায় ক্ষতিকারক।

২. নির্ণায়ক বংশানুগুলোর প্রভাবে সাধারণতঃ রোগের, সম্ভাবনা ৩০ বছর থেকে ৬০-এর মাঝামাঝির মধ্যে দেখা দেয়। এই বংশানুরা সরাসরি রোগের জন্য দায়ী। কতগুলো ক্ষেত্রে এই রোগ দেখা দেয় সাধারণতঃ বংশানুপরম্পরায় প্রাপ্ত তিনটি বংশানুর মধ্যে পরিবর্তনের ফলে (মিউটেশন বা পরিব্যাক্তির মাধ্যমে) যার ফলে ফ্যামিলিয়াল আযলজাইমারস ডিজিজ (পারিবারিক অ্যালজাইমার রোগ) দেখা দেয়।

একটি শিশুর জন্মদাতা পিতা বা মাতার মধ্যে বদি এই রোগের জন্য দায়ী বংশানুর মধ্যে বংশানুগত পরিব্যক্তি (জেনেটিক মিউটেশন) থাকে, তাহলে সেটা শিশুর মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা ৫০/৫০ এবং সেই ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে এই রোগের সম্ভাবনা প্রবল। ক্রোমোজোম ২১, ১৪ এবং ১-এ অবস্থিত এই বংশানুগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকমের একটি মাত্র বংশানুর পরিবর্তনের ফলে (সিঙ্গল জিন মিউটেশন) এই রোগ দেখা দিতে পারে। এইসব বংশানুগত পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রকারের অস্বাভাবিক (অ্যোবনরমাল) প্রোটিন উৎপন্ন হয় যেগুলো রোগের মূলে।

আমাদের শরীরে মোট ২৩ জোড়া ব্রোমোজোম আছে যাদের মধ্যে অবস্থিত আছে আমাদের সকল কাজের মূলে ৩০ হাজার বংশানু, যারা আমাদের সহায়ক সমস্ত রকমের জৈবিক ত্রিযকর্মের নির্ণায়ক এবং জীবনযাপন যাদের মধ্যে আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল জৈবিক কার্যকলাপের বিশদ পরিকল্পনা ব্লুপ্রিন্ট বা নীল-নকশা) লিবিদ্ধ আছে। এই বংশানুদের পরিব্যাপ্তির ফলে যে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ বংশানুর ডিএনএ ক্রমবিন্যাস (ডিএনএ সিকোয়েন্স) যে পরিবর্তনহয় তার ফলে এইসব রোগের সূচনা। স্বাভাবিক অবস্থায় স্বাভাবিক প্রকারের বংশানুগুলো আমাদের মধ্যে থাকে, যার ফলে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ স্বাভাবিকের মতো হয় কিন্তু কোনও কারণে (যো বিভিন্ন রকমের হতে পারে) যদি এই বংশানুগুলোতে পরিব্যক্তির ফলে পরিবর্তন দেখা দেয়, তখন নানারকমের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং আমরা রোগে বা কোনও রকমের অস্থাভাবিকতায় ভুগি বা তার শিকার হই।

পরিবেশগত প্রভাবঃ আমাদের খাদ্যসামশ্রীতে এবং পানীয়ের মধ্যে নানা রকমের দূষণের ফলে নানা পদার্থের মাত্রার তারতম্য হয়। বিশেষতঃ নানারকমের ধাতুর। যেমন, আআলুমিনিয়াম, জিঙ্ক এবং অন্যান্য ধাতু বা ভারী ধাতু (হেভি মেটালস) এবং তা আমরা খাদ্য এবং পানীয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি যার ফলে অ্যালজাইমার রোগ হতে পারে। অ্যালজাইমার রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে এই ধাতুগুলোর পরিমণ বা মাত্রা অস্বাভাবিক ভাবে বেশি লক্ষ্য করা গিয়েছে। অবশ্য একথা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি যে এইসব ধাতুর প্রভাবে অ্যালজাইমার রোগ হয় না অ্যালজাইমার রোগ হওয়ার পলে মস্তিষ্ক এইসব ধাতুর মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

রোগ প্রতিরোধ:

একটি বিশেষ কোনও ব্যবস্থা অ্যালজাইমার রোগের প্রতিষেধক বা নিরোধক নয়। দেখা গিয়েছে খাদ্যাভ্যাস, রক্তনালিকা এবং হৃদপিণ্ড সংক্রান্ত ক্ষতি, নানারকম অসুখের প্রতিক্রিয়া, ধী, মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তি সম্বন্ধীয় এবং জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে আযলজাইমার রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি সেই সমস্ত বিষয়গুলো এই রোগের সম্ভাবনার ব্যাপারে ভীষণভাবে জড়িত। রক্তনালী এবং হৃদপিণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ে যেমন অত্যাধিক মাত্রায় কোলেস্টেরল, হাইপার টেনশন, ডায়াবেটিস এবং ধূমপান এই রোগের সঙ্গে ভীবণভাবে জড়িত। আমাদের জীবনযাত্রা অনেকখানি প্রভাবিত করে এই রোগকে। পড়াশোনা, লেখালেখি, যন্তরসঙ্গীতের চর্চা, নানারকমের মাথার কাজের খেলাযেমন, শব্দছক, শব্দগঠন, শব্দজব্দ, ধাঁধা বা শব্দহেয়ালি প্রভৃতির চর্চা, দাবাখেলা, নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগ এবং ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি এই রোগ প্রতিরোধে ভীষণভাবে সহায়তা করে। জ্ঞানচর্চা ভীষণভাবে স্মৃতিভ্রংশতাকে ত্ত প্রতিরোধে সহায়তা করে। উচ্চশিক্ষা এবং শিক্ষা ও পঠনপাঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা রোগ প্রতিরোধের সহায়ক। মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য কোনও ভাষা শিক্ষা এই ব্যাপারে খুবই উপযোগী। আযালজাইমার রোগীদের ক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রম খুবই প্রয়োজনীয়। খাদ্যাভ্যাস এই রোগের এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে খুবই শুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজন সুষম খাদ্যের। অতিমাত্রায় স্নেহ বা চর্বিজাতীয়, শর্করা জাতীয় খাদ্য এই রোগকে ত্বরান্বিত করে। চা, কফি, পরিমিত মাত্রায় খুবই উপকারী। ধূমপান ক্ষতিকারক। শাকসবজি, বাদাম, শস্যদানা (ধান, গম, যব, ডাল) প্রভৃতি খাবার এবং মাছ প্রভৃতি খুবই উপকারী। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিষাক্ত লোকজনের সঙ্গ টেক্সিক রিলেশনসিপস) সর্বতোভাবে পরিহার করা। যেমন, পয়সাওয়ালা দাকি আত্মীয়স্বজন, নাকউঁচু হামবড়া বাক্যবাগীশ বন্ধু এবং সেই ধরনের লোকজন যারা আপনাকে হেয় করার চেষ্টা করে। কোনও ভাষা শিক্ষা, সঙ্গীত চর্চা প্রভৃতিও অ্যালজাইমার রোগমুক্ত থাকার পক্ষে খুবই তিদূর সম্ভব নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে জীবনকে যতদূর সম্ভব গঠনমূলক এবং উদ্দেশ্যমূলক করে তোলা।

ভবিষ্যতের দিশা: সাম্প্রতিক এক গবেষণায় আযালজাইমার রোগের কার্য-কারণ সম্পর্কের এক নতুন হদিশ পাওয়া গিয়েছে, যা এই রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ড্যারেন বেকার এবং সহযোগী বিজ্ঞানীরা (২০১৮) পরীক্ষাগারে ইদুরকে অ্যালজাইমার রোগগ্রস্থ করেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুতদের গণঅবস্থানের একটি দৃশ্য। ছবি- নিজস্ব।

এক পলকে উত্তরপূর্ব ২০২০

কালচক্র অতিক্রম করে করোনাভাইরাসের দাপাদাপির মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২০। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে করোনায় মৃত্যুর পাশাপাশি বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২০-এর ফ্ল্যাশব্যাকে এগুলোর কয়েকটি, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...

শহিদ বিষয়ক

গুয়াহাটি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তিপোরার গোরিপোরা এলাকায় সিআরপিএফ কনভয়ে জৈশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গিদের ফিদায়েঁ হামলায় শহিদ হয়েছেন ৪২ জন জওয়ান। শহিদদের মধ্যে একজন অসম-সন্তান ছিলেন, তিনি নিম্ন অসমের বাকসা জেলার তামুলপুরের কলবাড়ি গ্রামের এক বাসিন্দা ৪৮ বছর বয়সি মনেশ্বর বসুমতারি।

গুয়াহাটি, ২ জুন (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের দুমকায় এদিন ভোররাত প্রায় ৩.৩০ মিনিটে মাওবাদীদের গুলি-সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন মধ্য অসমের গহপুরের বাসিন্দা ২০৯ কোবরা জওয়ান নীরজ ছেত্রী।

গুয়াহাটি, ৪ জুন (হি.স.) : মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই জওয়ান। একই ঘটনায় অন্য এক জওয়ান আহত হয়েছেন। এদিন সকাল প্রায় ছয়টা নাগাদ মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার রাঙাপাড়া এলাকার নাকারাহোলা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটি।

গুয়াহাটি, ১২ জুন (হি.স.) : কাশ্মীরের অনন্তনাগে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় শহিদ হয়েছেন মধ্য অসমের নলবাড়ি জেলার নিরোদ শর্মা।

গুয়াহাটি, ১৩ জুন (হি.স.) : ২৮ মে ঝাড়খণ্ডের শারাইকেলা জেলার খাড়াসাওনের প্রত্যন্ত এলাকায় মাওবাদী-বিরোধী অভিযানে গিয়ে আইইডি বিস্ফোরণে অন্য ১৫ সিআরপিএফ জওয়ানের সঙ্গে আহত হয়েছিলেন রঙিয়ার কমলপুর থানা এলাকার পালারা গ্রামের বাসিন্দা সুনীল কলিতা। আহত সুনীলকে প্রথমে রাঁচির ভগবান মহাবীর মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হলে ৪ জুন বিশেষ বিমানে করে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় দিল্লির এইমস-এ। কিন্তু এইমস-এর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে ১৩ জুন বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বীর সেনানী ৩২ বছরের সুনীল কলিতা।

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : কাশ্মীরের ভারত-পাক সীমান্তে পাকিস্তানি সেনার গুলিবর্ষণে প্রাণাহুতি দিয়ে শহিদ হয়েছেন ৩৯ নম্বর গোর্খা রেজিমেন্টের বীর জওয়ান বরপথার মৌজার হাতিঘুলি গ্রামের বাসিন্দা পদম বাহাদুর শ্রেষ্ঠ।

গুয়াহাটি, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : আসাম রাইফেলস-এর ওপর হামলা করেছে ন্যাশনালিস্ট সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগালিম-খাপলাং (ইয়ুং আং)। এদিন ভোররাতে নাগাল্যান্ডের মন জেলায় এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। হামলায় এক জওয়ান এবং মহিলা-সহ দুই নাগরিক আহত হয়েছেন।

গুয়াহাটি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীরের গন্দিরওয়ালে পাক-সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড হামলায় শহিদ হয়েছেন ১১৫ সিআরপিএফ জওয়ান উজন অসমের চিচিবরগাঁয়ের সুসন্তান মৃত্যুঞ্জয় চুতিয়া। সন্ত্রাসীদের ছোঁড়া গ্রেনেডের শেল তাঁর চোখ ও মাথায় আঘাত করেছিল।

কংগ্রেস গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে, দাবি নরোত্তম মিশ্রর

ভোপাল, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার মতন নেতা কংগ্রেসের মধ্যে নেই। রবিবার এই কথা বলেছেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা রাজ্যের দাপুটে বিজেপি নেতা নরোত্তম মিশ্র। পাশাপাশি তিনি এও দাবি করেছেন কংগ্রেস নামে বিরোধী দলটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

এদিন নরোত্তম মিশ্র জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পর মহাত্মা গান্ধী জানিয়েছিলেন যে কংগ্রেস এখন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের জোটসঙ্গীরা এমন কথাটাই বলে চলেছে। কংগ্রেস এবং তাদের নেতৃত্ব গুরুত্বহীন।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেসের। দলের অভ্যন্তরে দেখা দিয়েছে নেতৃত্বহীনতার সংকট। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শতাব্দী প্রাচীন এই দলটির বিরুদ্ধে বিদ্রুপ করলেন নরোত্তম মিশ্র।

মণিপুরে করবেন কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন

গুয়াহাটি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে মায়ের পুজোর্চনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সকাল ঠিক দশটায় মন্দিরে গিয়ে প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে কামাখ্যা মায়ের পুজো দিয়ে মণিপুরের রাজধানী ইমফলের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন অমিত। কামাখ্যা মন্দিরে তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।

আজ সকালে আমিনগাঁওয়ে অবস্থিত লোকনির্মাণ (পূর্ত) দফতরের পরিদর্শন বাংলা থেকে ঠিক দশটায় নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যা মন্দিরে যান অমিত শাহ। মন্দিরের গর্ভগৃহে তিনজন পুরোহিতকে নিয়ে পুজো দেন তিনি। সে সময় মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গোটা মন্দির পরিক্রমা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার মধ্যরাতে তিনদিনের অসম ও মণিপুর সফরের উদ্দেশ্যে গুহায়াটি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ। গতকাল শনিবার গুয়াহাটির আমিনগাঁওয়ে চারটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন তিনি। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে রাজ্যের আইন-শৃলা পরিস্থিতি নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আজ ইমফল গিয়ে বিকেলের দিকে চূড়াচাঁদপুরে একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাশাপাশি মণিপুরে সাতটি বৃহৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এছাড়া থাউবাল বাঁধের উদ্বোধন করে বিষ্ণুপুর-টুপুল-থাউবাল-কাসম খুলেন সড়ক জনতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শিবসাগরের দিসাংমুখে দু-দুটি বুনো হাতির রহস্যমৃত্যু, তদন্তে বন দফতর

শিবসাগর (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের শিবসাগর জেলার অন্তর্গত দিসাংমুখে দু-দুটি বুনো হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দিসাংমুখের লেপাই গ্রামে সংঘটিত হয়েছে ঘটনাটি। গতকাল শনিবার রাতে বুনো হাতির বিশাল এক দল লেপাইগ্রামে হানা দিয়ে বিঘার পর বিঘা রবি শস্যের খেত তছনছ করে দিয়েছিল। এর পর আজ রবিবার সকালে গ্রামের মানুষ দুটি বুনো হাতির মৃতদেহ দেখে গ্রামরক্ষী বাহিনী এবং স্থানীয় বন দফতরে খবর দেন। খবর পেয়ে গ্রামরক্ষী বাহিনীর এবং বন দফতরের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। গিয়েছে পশু চিকিৎসকের দলও।

ছয়ের পাতায়

পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিমাচল প্রদেশের প্রতিটা কোনায় ভালো ফোন করবে বিজেপি : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): হিমাচল প্রদেশের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিটি কোনায় ভালো ফল করবে বিজেপি। রবিবার এই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া নিজের ভাষণে অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, আমরা হায়দরাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছি। আগামী দিনে হিমাচলপ্রদেশ পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমি নিশ্চিত রাজ্যের প্রতিটি কোনায় বিজেপি ভালো ফল করবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে হিমাচলপ্রদেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে রাজ্যবাসী উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন অনুরাগ ঠাকুর। এর আগে বক্তব্য রেখেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। হিমাচলপ্রদেশে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল ২০২১ সালের জানুয়ারির ১৭, ১৯, ২১ তারিখে তিন দফায় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এদিন রাজ্যবাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে অনুরাগ ঠাকুর দাবি করেছেন যে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার রাজ্যে আরো বিনিয়োগ টানার জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছে।

চালকহীন ট্রেনের উদ্বোধন সোমবার করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): সোমবার দিল্লি মেট্রোর ম্যাজেন্টা লাইনে (জনকপুরি পশ্চিম - বোটানিক্যাল গার্ডেন) ভারতের প্রথম চালকহীন ট্রেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সকাল ১১ টা নাগাদই উদ্বোধন করবেন তিনি। এর পাশাপাশি এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস লাইনের ন্যাশনাল কমন মবিলিটি কার্ড (এনসিএমসি) এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন তিনি।

রবিবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জারি করা এক লিখিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজনে পরিবহন এর পরিসর বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সচ্ছল যাতায়াতের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন যুগের হতে চলেছে। বিশ্বের সাত শতাংশ চালকহীন মেট্রো পরিষেবার অন্তর্গত হতে চলেছে ডিএমআরসি। প্রথম পর্যায় ৩৭ কিলোমিটার বিস্তৃত ম্যাজেন্টা লাইনে চালকহীন ট্রেন চলবে। পরবর্তী পর্যায়ে ৫৭ কিলোমিটার বিস্তৃত পিঙ্ক লাইনে (মজলিস পার্ক- শিব বিহার) চালকহীন ট্রেন চলাচল করবে। ২০২১ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে এই পরবর্তী পর্যায়ে কাজ শুরু হবে।

"অমর্ত্য সেনের অপরাধ হয়েছে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন": তোপ ব্রাত্যর

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি স): ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। এরই মাঝে রবিবার বিজেপির বিরুদ্ধে অমর্ত্য সেনকে হেনস্থার প্রতিবাদে পথে নামে বিশিষ্টজরা। আর তারপরেই "অমর্ত্য সেনের অপরাধ হয়েছে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন" তোপ দাগলেন রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

এই প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু আরও বলেন, "অমর্ত্য সেন একজন অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষ। তিনি কেবল নোবেল প্রাপক নন, সারা পৃথিবীর কাছে সম্মানীয় ব্যক্তি। তাঁর অপরাধ হয়েছে তিনি

ছয়ের পাতায়

২১-এর নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে অসমে সরকার গড়বে, দাবি দলের পর্যবেক্ষক বিকাশ উপাধ্যায়ের

শিবসাগর (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসন্ন ২১-এর নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে অসমে সরকার গড়বে, দাবি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা তথা উজান অসমে দলের পর্যবেক্ষক বিকাশ উপাধ্যায়ের। তিনি বিজেপিকে নিকৃষ্ট রাজনীতির দ্বারা হিংসা ছড়ানোর দল বলে আখ্যা দিয়েছেন। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস সাধারণ জনতার মধ্য থেকে যোগ্য শিক্ষিত প্রার্থী চয়ন করে টিকিট দেবে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন উপাধ্যায়। বলেন, প্রার্থীর অযোগ্যতার জন্য নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার বদনাম এবার কংগ্রেস বহন করবে না।

রবিবার শিবসাগর আবর্ত ভবনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক তথা ছত্তিশগড় বিধানসভার রায়পুর পশ্চিম আসনের বিধায়ক তথা সংসদীয় সচিব উজান অসমে দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক বিকাশ উপাধ্যায় সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপ করছিলেন। উপাধ্যায় বলেন, আসন্ন ২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় অসম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি চারজন সম্পাদককে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি নির্বাচনী এলাকার তৃণমূল স্তরে খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছে। তাঁকে উজান অসমের দায়িত্ব দিয়েছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি। সেই সূত্রে তিনি উজান অসমের বিভিন্ন জেলা সফর করে শিবসাগরে এসে এখানকার দলীয় কাজকর্মের খতিয়ান নিচ্ছেন, জানান উপাধ্যায়।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে গোলঘাটের দলীয় বিধায়ক বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেত্রী অজন্তা নেওগ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে উপাধ্যায় বলেন, কংগ্রেসের নেতা ধার করে অসমে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার পরিচালিত করছে। বহু চাপ এবং প্রলোভন দিয়ে বিজেপি কংগ্রেসের একজন সিনিয়র নেত্রীকে গেরুয়া বসন পরানোর জন্য বাধ্য করেছে। নিজের অক্ষমতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য অজন্তা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, কংগ্রেস হাইকমান্ড ইতিমধ্যে অজন্তা নেওগকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। এ ধরনের নেতাকে নিয়ে বিজেপি শাসনের গদি দখলের চেষ্টা করলেও তাঁরা সফল হবে না, দাবি বিকাশের।

তিনি বলেন, উজান অসমের তৃণমূল স্তরের কংজগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে দলের সাংগঠনিক স্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। বিকাশ উপাধ্যায় জানান, আসন্ন ২১-এর নির্বাচনের জন্য তাঁর দল কতটা প্রস্তুত সে সম্পর্কেও তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিগত নির্বাচনে প্রদত্ত কোনও প্রতিশ্রুতি বিজেপি পূরণ করতে পারেনি বলে ক্ষমতাসীন দলের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে হিংসা ছড়িয়ে, বিহারে নিকৃষ্ট রাজনীতি করে ক্ষমতা দখলকারী এই সব দল জনতাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। যার জন্য এবার নির্বাচনী ইস্তাহার বন্ধ ঘরে কংগ্রেস তৈরি করবে না। বরং জনসাধারণের সঙ্গে বসে তাঁদের সমস্যা অনুধাবন করে সে-সব সমাধানের প্রতিশ্রুতি সংবলিত ইস্তাহার তৈরি করবে কংগ্রেস, জানান বিকাশ উপাধ্যায়।

সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড : সিআইডির জালে আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের আরও দুই জওয়ান

হাফলং (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের আরও দুই জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। আজ রবিবার এই খবর জানিয়ে পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানান, গতকাল আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের এই দুই জওয়ান লালকুলিয়াং হাওলাই ও প্রজিত রাজবংশীকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। এ নিয়ে সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চার পুলিশ কর্মীকে সিআইডি গ্রেফতার করেছে। তিনি জানান, এর আগে ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে অসম পুলিশের দুই কনস্টেবল বিপুল লস্কর ও শঙ্কর বনিয়াকে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি।

একের পর এক পুলিশকর্মীকে গ্রেফতারের ঘটনায় ওয়াকিবহাল মনে করছে, ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যার পিছনে সরাসরি জড়িত ছিল পুলিশ। গত ২৪ এপ্রিল হারাঙ্গাজাওয়ের বাসিন্দা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই অপহরণ হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই এই অপহরণের পিছনে ডিমা হাসাও পুলিশের ডিএসপি (তদানীন্তন) সূর্যকান্ত মরান জড়িত বলে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে তিনি গৌহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছেন। হাইকোর্ট এই অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের মামলা সিআইডিকে দিয়ে তদন্ত করার জন্য অসমের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্তকে নির্দেশ দেয়। তার পরই রাজ্য পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার সিআইডির হাতে তুলে দেয়।

সিআইডি তদন্তে নামার পরই সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের নয়া নয়া মোড় নিতে শুরু করে। একের পর এক পুলিশ কর্মীকে ওই অপহরণ ও হত্যার অভিযোগে সিআইডি গ্রেফতার করছে। সিআইডির এক সূত্র জানিয়েছে, শীঘ্রই সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ ও হত্যার মাস্টারমাইন্ড সিআইডির জালে পড়বে উল্লেখ্য, লকডাউনের সময় গত ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় হারাঙ্গাজাওয়ের বাসিন্দা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে তাঁর বাড়ি থেকে নম্বরবিহীন একটি সাদা বলোরো গাড়িতে তুলে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ উঠেছিল, ওই নম্বরবিহীন সাদা বলেরো গাড়িটি ছিল ডিমা হাসাও পুলিশের তৎকালীন ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের। ২৪ এপ্রিল অপহরণ হওয়ার সাত দিনের মাথায় ৩০ এপ্রিল ডিমা হাসাও জেলার লাংটিং থানার অন্তর্গত মুপা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের লাইলিংয়ের কাছে জাতীয় সড়কের পাশে জঙ্গল থেকে মাটি খুঁড়ে সন্তোষ হোজাইয়ের ক্ষতবিক্ষত পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল ডিমা হাসাও পুলিশ। বর্তমানে ধৃত আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের জওয়ান সিআইডির হেফাজতে রয়েছে বলে জানা গেছে।

মুসলিম লীগের মতন কথা বলছে শিবসেনা : শাহনাওয়াজ হোসেন

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): সম্প্রতি শিবসেনা তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। এদিন এর বিরুদ্ধে সরব হলেন বিজেপি মুখপাত্র শাহনাওয়াজ হোসেন। রবিবার তিনি জানিয়েছেন, শিবসেনা মুসলিম লীগের মতন কথা বলছে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে থাকার কারণে তাদের এবং টুকরে টুকরে গ্যাং এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল শিবসেনা। শিবসেনা ঠিক করে মহারাষ্ট্র চালাতে পারছে না। ফলে তাদের মুখে এমন ধরনের কথা মানায় না। এটা গ্রহণযোগ্য নয় উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি শিবসেনার মুখপত্র সামনায় দাবি করা হয়েছে যে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলির সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ভেঙে পড়ার পরিস্থিতি দেশের মধ্যে তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য জনগণের ক্ষতি করছে কেন্দ্র।

গৌরীপুরের চাটাইগুড়িতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, হত সাত, জখম ২০-এর বেশি যাত্রী

গৌরীপুর (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত গৌরীপুরের চাটাইগুড়ি এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত যাত্রী বাস এবং পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশু ও মহিলা সহ সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় আরও ২৭ জনের বেশি যাত্রী আহত হয়েছে। আহতদের ধুবড়ি সদর অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনজনের অবস্থা সংকটজনক বলে তাঁদের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেছেন ডাক্তাররা।

বগরিবাড়ি থানা সূত্রে জানা গেছে, আজ রবিবার সকাল প্রায় ১০.৩০ মিনিটে কোচবিহার থেকে গুয়াহাটিগামী এএস ১৬সি ১৮৭৫ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী আলট্রা বাসের সঙ্গে এএস ১৭ সি ৩০৭৩ নম্বরের পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। স্থানীয়দের সহায়তায় অকুস্থলে গিয়ে পুলিশের দল দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের ভিতর থেকে আহত ২৭ জনের বেশি যাত্রীকে বের করে ধুবড়ি সদর সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তাররা শিশু ও মহিলা সহ সাতজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এছাড়া তিনজনকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন ডাক্তাররা। অন্যদের ধুবড়ি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর প্রায় দুঘণ্টা ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশের লোকজন এবং স্থানীয়দের চেষ্টায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

উত্তরপূর্বে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস, ঠাণ্ডায় কাঁপছে শিলং

গুয়াহাটি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজধানী দিল্লি-তো রয়েছেই, ডিসেম্বরের শেষের দিকে উত্তরপূর্ব ভারতের পাশাপাশি অসম-মেঘালয় সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ বইবে বলে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রকাশিত তথ্য বলছে, আগামী ২৯ ডিসেম্বর থেকে সমগ্র উত্তর ভারতে শৈত্যপ্রবাহের মাত্রা বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে। দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে আজ থেকেই সংহারী রূপ ধারণ করবে শীত। কেবল তা-ই নয়, অসম মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও এই কয়দিন জাঁকিয়ে পড়বে ঠাণ্ডা। বলা হয়েছে, অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আবহাওয়া আগামী কয়দিন শুকানো থাকলেও ঘন কুয়াশায় আচ্ছাদিত থাকবে প্রতিটি অঞ্চল। এদিকে ইতিমধ্যে ঠাণ্ডায় জবুথবু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেঘালয়। কুঁকড়ে যাচ্ছেন পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার শিলং, জোয়াই ইত্যাদি অঞ্চলের মানুষ। শনিবার রাতে শিলঙের তাপমাত্রা নেমে যায় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তবে দিবাভাগে সূর্যের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তা বেড়ে ১৭ হয়েছিল। বিকেল গড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার পারদ ফের দ্রুত নামতে শুরু করেছে। আজ পর্যন্ত মরশুমের সব থেকে শীতলতম রাত কাটিয়েছেন মেঘালয়ের বাসিন্দারা। শিলঙের বাসিন্দা জনৈক বিশ্বজিৎ পাল জানান, তীব্র শীতের দরুন স্থানীয় জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়েছে। মেঘালয়ের একটা বড় অংশ এখন কুয়াশার ঘন চাদরে ঢাকা। তবে দিনের বেলায় সূর্যদেবতার দেখা মেলায় খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছেন বাসিন্দারা। শিলঙের পোলো ফিল্ডে গত কয়েকদিন ধরে রাতে বরফের স্তর পড়ে।

রবিবার আগরতলায় কংগ্রেসের দল দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সালমানের বাড়িতে কাটছে জ্যাকুলিনের কোয়ারেন্টিন

বেশ কিছুদিন হলো সালমান খান হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন পানভেলের ফার্ম হাউসে। সেখানে আরও আছেন সালমানের বোন অর্পিতা খান, বোনজামাই আয়ুশ শর্মা, ভাগনে আহিল শর্মা ও আয়াত শর্মা, প্রেমিকা ইউলিয়া ভানতুর, ভাই সোহেল খান, সোহেল খানের ছেলে নির্ভান খান, মডেল বান্ধবী ওয়ালুচসা ডি সুজা ও কর্মকর্তা—কর্মচারীরা। সব মিলিয়ে মোট ২২ জন আছেন সালমান খানের ফার্ম হাউসে। না, আরও একজনের নাম বাদ পড়ল। তিনি বলিউড তারকা জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। সালমান খানের সঙ্গে তিনি এই কোয়ারেন্টিনের সময়ে থাকছেন পানভেলের ফার্ম হাউসেই।

জাকুলিন নাকি তাঁর 'গেন্দা ফুল' গানের মিউজিক ভিডিও নিয়ে সালমানের সঙ্গে আলাপ করতে পানভেলে গিয়েছিলেন। এরপর লকডাউনে আটকা পড়েছেন! সম্প্রতি সালমান খান তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, জ্যাকুলিন সালমানের ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছেন আরেক ক্যামেরায়। সালমান খান ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'জ্যাকি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছে।' সালমানের এই ছবির নিচে লাইক জড়ো হয়েছে প্রায় ২৫ লাখ।

জ্যাকুলিনও কম যান না, তিনিও পোস্ট করেছেন তাঁর তোলা সালমান খানের ছবি। জ্যাকুলিনের পোস্ট করা সালমানের ছবিতে লাইক পড়েছে ২০ লাখ। শুধু তা—ই নয়, সালমানের ফার্ম হাউসে সালমানের পালিত ঘোড়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেলফি তুলে তা ভাগ করে নিয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। নিয়ম মেনে ব্যায়ামও করছেন। আবার নেটফ্লিক্সে দেখছেন নিজের অভিনীত সিরিজ মিসেস সিরিয়াল।

আটার ভেতর টাকা আমিরের নয়

দুনিয়াজুড়ে এখন ভুয়া খবরের ছড়াছড়ি। তাই কোনটা সত্যি আর কোনটাই—বা গুজব, তা বাছাই করা খুবই কষ্টকর। এমনই এক গুজবের পর্দা সরালেন বলিউড সুপারস্টার আমির খান। করোনার কারণে ভারতজুড়ে হাহাকার। এ সময় বলিউড অভিনেতারা সাধারণ মানুষ তথা সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অসহায় এবং ক্ষুধার্ত মানুষের দিকে।তবে এসব বলিউড তারকাকে নিয়ে নানান ভুয়া খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই ভাইরাল হচ্ছে। কিছুদিন আগে খবর এসেছিল যে আমির খান আটার সঙ্গে ১৫ হাজার রুপি বিলি করেছেন। এবার এ খবরের সত্যতা তিনি

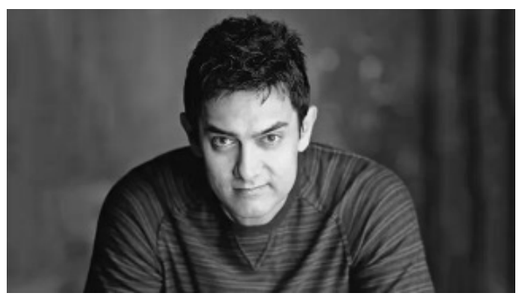

নিজে ফাঁস করেছেন।খবরটা এমন, দিল্লির এক এলাকায় এক ট্রাক ভর্তি এক কিলোর আটার প্যাকেট পাঠিয়েছিলেন আমির। আর সবচেয়ে মজাদার খবর ছিল, প্রতিটি এক কিলো আটার প্যাকেটে ১৫ হাজার রুপি লুকানো ছিল। এ খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর আমির টুইট করে এ খবরের সত্যটা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বন্ধুরা, আমি ওই ব্যক্তি নই যে আটার মধ্যে টাকা রেখে বণ্টন করেছি। এটা তো এক ভুয়া খবর। আমার ধারণা, কোনো রবিনহুড এটা দিয়েছেন, কিন্তু এর সত্যতা প্রকাশ করতে চান না। সুরক্ষিত থাকুন। আর সবাই আমার ভালোবাসা।'তাই বলে বসে নেই আমির। করোনার সঙ্গে এ যুদ্ধে আমিরও সবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি এক পোস্টের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের কুর্নিশ জানিয়েছেন। আর পুলিশের সাহসের প্রশংসা করেছেন এই বলিউড সুপারস্টার। পাশাপাশি একটা অ্যাকাউন্ট শেয়ার করে সবাইকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন আমির। আমির খানের আগামী ছবি 'লাল সিং চাড্ডা'র শুটিং চলছিল জোরকদমে। করোনার কারণে এখন সব শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি ছাড়া এই ছবিতে কারিনা কাপুর খান আছেন। বেশ কিছুদিন আগে 'লাল সিং চাড্ডা' ছবির একটা পোস্টার ইন্টারনেটে এসেছিল। এ পোস্টারে আমিরের লুক সামনে আসে।

হবু শ্বশুর ঋষি কাপুরকে আলিয়ার খোলা চিঠি

আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চুটিয়ে প্রেম করছেন। এমনকি লকডাউনে কোয়ারেন্টিনের দিনগুলোতেও এক ছাদের নিচেই কাটিয়েছেন তাঁরা। এই দুই বছর ধরেই লিউকেমিয়ায় ভুগছিলেন রণবীরের বাবা ঋষি কাপুর। গত বছর আলিয়া প্রেমিকের বাবাকে দেখতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কেও ছুটেছিলেন। ১১ মাস ১১ দিনের চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে এলেও নিয়মিত সঙ্গ দিয়েছেন 'হবু শ্বশুর'কে। কথা ছিল, ঋষি কাপুর আরেকটু সুস্থ হয়ে উঠলেই বিয়ের সানাই বাজবে রণবীর কাপুর আর আলিয়া ভাটের। সে আর হলো কই! তাই আগেই করোনা বিয়ে পিছিয়ে নিয়ে গেল। আর লকডাউনের ভেতরেই চলে গেলেন ঋষি কাপুর। ৬৭ বছরের ঋষি কাপুরের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে নিতু কাপুরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আলিয়া ভাট, এমন দৃশ্য ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। রণবীর কাপুরের বড় বোন, ফ্যাশন ডিজাইনার ঋদ্ধিমা কাপুর দিল্লি থেকে মুম্বাই আসতে না পারায় তাঁকে ভিডিও করে বাবার শেষ আনুষ্ঠানিকতাও দেখাচ্ছিলেন আলিয়া। এই দুঃসময়ে 'বাড়ির বউ'য়ের সব দায়িত্বই পালন করেছেন আলিয়া। দিন শেষে চলে 'হবু শ্বশুর'কে উদ্দেশ করে ইনস্টাগ্রামে লিখলেন খোলা চিঠি:

'এই চমৎকার, সুদর্শন মানুষটাকে নিয়ে আমি কী বলব! তিনি আমার জীবন অনেকটাই ভালোবাসা আর মঙ্গল কামনায় ভরে দিয়েছেন। আজ সবাই একজন কিংবদন্তি ঋষি কাপুরকে নিয়ে কথা বলছেন। আমি বলব একজন মানুষের কথা, যিনি দুই বছর ধরে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। বন্ধু হয়ে, সিনেমাপ্রেমিক হয়ে, যোদ্ধা হয়ে, পথপ্রদর্শক আর বাবা হয়ে। তিনিও আমার মতোই চাইনিজ খাবার খেতে খুবই ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন টুইট করতে। দুই বছর ধরে তিনি আমাকে যত ভালোবেসেছেন, আমি উষ্ণ আলিঙ্গনের মতোই বাকি জীবন তাঁর ভালোবাসা মিস করব। বিশ্বকে ধন্যবাদ, এমন একজন মানুষকে দুবছর আমার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার জন্য। তিনি আমার পরিবারের মতোই। আমি বাকি জীবন আপনার শূন্যস্থান অনুভব করব।'

ঋষি কাপুরের সঙ্গে শেষ আড্ডায়...

বলিউডের বরেণ্য অভিনেতা ঋষি কাপুরের সঙ্গে দেখা হয়েছে একাধিকবার। শেষ দেখা হয়েছিল ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর। তখন কি আর জানতাম, এটাই আমাদের শেষ আড্ডা! তাঁর অভিনীত শেষ ছবি 'দ্য বডি' মুক্তির আগে ছিল এক দীর্ঘ আলাপচারিতা। ১১ মাস ১১ দিন ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবে জীবনের মূল স্রোতে ফিরেছিলেন তিনি। সেদিনও সান অ্যান্ড স্যান্ড হোটেলে দুরুদুরু বুকে হাজির হয়েছিলাম এই বলিউড অভিনেতার সামনে। কারণ, মনের মতো প্রশ্ন না হলে রীতমতো রেগে যান তিনি। আর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন একদমই পছন্দ করেন না। সাক্ষাৎকারের শর্তই ছিল ক্যানসার আর আলিয়া-রণবীর নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয়। স্ত্রী নিতু সিং কাপুরের সঙ্গে 'বেলাশেষ' ছবির রিমেকে অভিনয় করার কথা ছিল। 'বেলাশেষ'-এর শেষটা আর হলো না।অগ্রহায়ণের দুপুরের এই আড্ডায় গোলাপি রঙের টি—শার্টে সেদিন ঋষি ছিলেন আপাদমস্তক রোমান্টিক এক মানুষ। তাই দেখা হতে রোমান্টিক হাসি হেসে তিনি বলেছিলেন, 'যদিও আমার বয়স ৬৭, কিন্তু আমার হৃদয় আজও তরুণ। আর রোমান্সের কোনো বয়স হয় না। মনেপ্রাণে আমি আজও রোমান্টিক।' সেদিনের প্রশ্নোত্তর নিয়েই আজ বিদায়ের দিনে তাঁকে স্মরণ করছি।

অভিনয়ের আঙিনায় ৫০ বছর পার হতে চলেছে। কেমন ছিল এই অভিনয়—সফর?

আমি আমার কাজকে সব সময় উপভোগ করেছি। আমি খুবই আবেগপ্রবণ অভিনেতা। আমি মাথা দিয়ে অভিনয় করি না, করিনি। সব সময় মন দিয়ে অভিনয়কে ভালোবেসে কাজটা করেছি।'মেরা নাম জোকার' ছবিটি ধরলে আগামী বছর এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ৫০ বছর হবে। তবে অভিনয়ের সফরটা এখনই শুরু হয়েছে বলা যায়। ২৫ বছর ধরে নায়ক হয়ে শুধু নেচে গেছি। বলিউডে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে নিজেকে প্রতিটা ছবিতে নতুন নতুনভাবে আবিষ্কার করছি। বলিউডে আপনার ইমেজ ছিল 'চকলেট বয়ে'র। কিন্তু এখন আপনি সেই ইমেজ ভেঙে চুরমার করেছেন। ৯০ বছরের বৃদ্ধ থেকে দাউদনানান চরিত্রে দেখা যায় আপনাকে। এই দ্বিতীয় ইনিংস নিয়ে কিছু বলুন

আমি আমার এই রোমান্টিক ইমেজ আগেই ভাঙতে চেয়েছিলাম। ২৫ বছর আগে আমি যা যা করতে চেয়েছিলাম, এখন তা করার সুযোগ পাচ্ছি। আগে আমাকে কেউ অন্য ধারার ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দিত না। সুইজারল্যান্ডে গিয়ে নায়িকার সঙ্গে প্রেম করেছি। আগে ছবির গল্প বলতে ছিল, প্রেম-ভালোবাসা, প্রচুর মারপিট বা প্রথম অর্ধেকে ভাই—বোন হারিয়ে যাবে, আবার শেষভাগে সবাই সবাইকে ফিরে পাবে। সেসব বস্তাপচা গল্প থেকে এখন হিন্দি সিনেমা বেরিয়ে এসেছে। মাল্টিপ্লেক্স আসার পর ছবির মান উন্নত হয়েছে। অন্য ধারার ছবি হচ্ছে। সিনেমা সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলেছে। নায়ক-নায়িকা ছাড়াই এখন গল্পপ্রধান হিন্দি সিনেমা হচ্ছে। চরিত্রাভিনেতাদের কাঁধে ভর করে এখন সিনেমা হিট হচ্ছে। এ ধারণার বদল এনেছেন অমিতাভ বচ্চন। উনিই প্রথমে দেখিয়েছেন চরিত্রাভিনেতারাও ছবির নায়ক-নায়িকা হতে পারে। তবে আমার দ্বিতীয় ইনিংস পুরো বৈচিত্র্যে ভরা। সব প্রথা ভেঙে নানান চরিত্রে অভিনয় করছি। আমি প্রমাণ করেছি আমিও ভালো অভিনেতা। আর আমার এখনকার অভিনীত প্রায় সব চরিত্রই প্রশংসিত হয়েছে। প্রচুর পুরস্কারও পাচ্ছি।

৫০ বছরের দীর্ঘ এই সফরে কোনো আক্ষেপ আছে কি?

না, আমার কোনো আক্ষেপ নেই। রণবীরকে (ছেলে, বলিউড তারকা রণবীর কাপুর) আমি সব সময় বলি যে

সফলতা যেন মাথায় চড়ে না বসে। আর ব্যর্থতা যেন হৃদয় চুরমার করে না দেয়। কোনো অভিনেতাই জীবনে ১০০ শতাংশ সফল হন না।

নিজের অভিনীত ছবি দেখেন?

উঁহু, নিজের ছবি দেখতে পছন্দ করি না। এমনকি রণবীরের অধিকাংশ ছবি আমার দেখা হয়নি। রণবীরের কোনো ছবি দেখলে মনে হয় ও এটা ঠিক করেনি। এভাবে করা উচিত ছিল। নিতু আমার আর রণবীরের সব ছবি দেখে। আর ছবি দেখার পর নিতু ওর মতামত জানায়। নিতুর মতো আমার মা আমার অভিনীত সব ছবি দেখতেন। আর উনি আমার অভিনয়ের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন। তবে আমি অন্য অভিনেতাদের ছবি দেখি।

বায়োপিকে অভিনয় করতে চান?

বায়োপিকের জন্য আমি নিজেকে সবচেয়ে ভুল আর দুর্বল অভিনেতা বলে মনে করি। আমি কাউকে নকল করতে পারি না। আমি স্বতঃস্ফূর্ত অভিনেতা। আমি হৃদয় দিয়ে অভিনয় করি। তাই আমাকেও কেউ সহজে নকল করতে পারবে না।

প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করেন?

আমার কোনো প্রতিযোগী আছে বলে আমি মনে করি না। আমি আমার কাজ খুব ভালোভাবে করছি। আমি জানি না এটা ঠিক না বেঠিক। তবে আমি নিজেকে সেরা মনে করি। আর যারা প্রতিযোগিতার কথা ভাবে, তারা খুবই নীচ মানসিকতার লোক বলে আমার মনে হয়।

নিতু সিংয়ের সঙ্গে কবে আবার আপনাকে পর্দায় দেখা যাবে?

কে আর বুড়ো-বুড়ির রোমান্স দেখতে চায় (সশব্দে হেসে)। আমি আর নিতু ১৬টি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছি। এর মধ্যে ১৩টি ছবিতে আমরা নায়ক-নায়িকা ছিলাম। সবাই চায় যে আমরা আবার একসঙ্গে কাজ করি। একটা ছবি করার কথা আছে। এই ছবিতে ৪০ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে আমরা একে অপরের থেকে আলাদা হতে চলেছি। এই নিয়ে ছবিটা শুরু। এটা মূলত একটা বাংলা ছবি (বেলাশেষে)। ছবির বিষয়বস্তুটা দারুণ। ছবিটাও খুব হিট করেছিল।

কখনো কি চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম আপনাকে আকর্ষণ করেছে?

কেন করবে বলুন তো? এত বছর ধরে কাপুর পরিবারের অন্য কাউকে করেনি, আমায় কেন করবে। সিনেমা ছাড়া কাপুর পরিবার কিছু ভাবতে পারে না। আজ হিন্দি চলচ্চিত্রের বয়স ১১০ বছর। তার মধ্যে কাপুর পরিবারই ৯০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে। ১৯২৭ সালে আমার দাদাজি পৃথ্বীরাজ কাপুর কাজ করা শুরু করেন। আমাদের পরিবারের চার প্রজন্ম এই মাধ্যমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর, রণধীর কাপুর, তারপর আমার ছেলে রণবীর কাপুর এই ফিল্মি দুনিয়ায় এসেছে। এই নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড আছে।

এই প্রজন্মের অভিনেতাদের কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

রাজকুমার রাও, ভিকি কৌশল, আয়ুষ্মান খুরানা, রণবীর কাপুর, রণবীর সিংএদের আমি অভিনেতা হিসেবে সম্মান করি। আমার যৌবনে আমি কখনোই ওদের মতো কাজের সুযোগ পাইনি। ১৯৭৩ সালে দর্শক কখনোই 'বালা' বা 'ভিকি ডোনার'-এর মতো ছবি গ্রহণ করতে পারত না। এখন দর্শক অনেক বেশি শিক্ষিত। তাদের রুচি বদলেছে। এখন সবাই ছবির কনটেন্টকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আমাদের সময় কোনো নায়ক আয়ুষ্মানের মতো টাকলা হয়ে 'বালা'-র মতো কোনো ছবি করার সাহস পেত না।

সেন্সর বোর্ড কাঁচি চালিয়ে এখনকার সিনেমাগুলো তছনছ করে। এই ব্যাপারে আপনার কী মত?

এখন তো তেমন কিছুই কাটা হয় না। আমার বাবা ২২ বছর বয়সে 'বরসাত' বলে এক সিনেমা করেন। নার্গিস ছিলেন ছবির নায়িকা। এই সিনেমাটাকে 'এ' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বাবা যখন কারণ জানতে চান, তখন বলা হয়, ছবিতে নার্গিসজি একবারও ওড়না পরেননি। যিনি 'এ' সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তিনি এখনকার সিনেমা দেখলে তো হার্টফেল করেই মারা যাবেন। (সশব্দে হেসে)

আপনি তো তারকা পুত্র। ক্যারিয়ার শুরুর সময় দাদু, বাবার তারকাখ্যাতি আপনার ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলেনি?

এ প্রশ্নটা স্বজনপ্রীতি নিয়ে, তাই তো? কঙ্গনা বলে কেউ একজন আছেন, যিনি 'স্বজনপ্রীতি' নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। করণসহ অনেকেই এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বড় তারকাপুত্র তো রাজ কাপুর নিজেই। রাজ কাপুর শুধু পৃথ্বীরাজ কাপুরের সন্তান ছিলেন বলেই কি সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পেরেছেন? আমি রাজ কাপুরের সন্তান বলেই কি ৪৫ বছর ধরে বলিউডে কাজ করে চলেছি? রণবীর আমার ছেলে বলেই কি আজ সে বলিউডের সুপারস্টার? আমাদের কারও কোনো যোগ্যতা না থাকলে কি আজ আমরা এত বছর ধরে এখানে কাজ করতে পারতাম! কারিনা, করিশমারও কি নিজেদের কোনো কৃতিত্ব নেই?

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন।

শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে।

যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে।

পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যাদি।

দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছুঞ নেই।

চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্ণ ণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন। কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজনক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

রবিবার আগরতলায় সিপিএম'র এক সভা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে মিছিলে হাঁটবেন মমতা

শান্তিনিকেতন, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : গানের তালিম দিচ্ছেন খোদ মন্ত্রী।বাউল, কীর্তন, রায়বেশে শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলছেন খোদ অনুব্রত। উপলক্ষ্য অবশ্যই খোদ মুখ্যমন্ত্রীর মেগা রোড শো প্রস্তুতি।তবে এর মাঝেই তৃণমূলের কটাক্ষ, হুড খোলা গাড়ি তে অমিত বিক্রম নয়, পথেই জনতার অভিবাদন গ্রহণ করবেন জননেত্রী।

বিজেপি নেতা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের শান্তিনিকেতন সফরে এসে বাঙালি ভাবাবেগে আঘাত করেছেন। বাঙালিদের রবীন্দ্র আবেগ নিয়ে রাজনীতি করেছে বলে অভিযোগ শানিয়েছে শাসকদল।

তাই বিজেপি শিবির এবার পাল্টা রবীন্দ্র সংস্কৃতি রক্ষায় পথে নামছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাই শাহী রোড শোয়ের ৯ দিনের মাথায় পদযাত্রায় নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল প্রতিপক্ষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে শাসকদলের মেগা রোড শো অভিনব ট্যাগ লাইন-- ' বাংলা, বাঙালি , বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' ।যার মূল অবলম্বন অবশ্যই খোদ রবীন্দ্রনাথ। মুখ্যমন্ত্রীর রোড শো কে রবীন্দ্র সংস্কৃতির সঙ্গে এক সুরে বাঁধতে কোলকাতা থেকে আগেই উড়ে এসেছেন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন। দলের মহিলা কর্মী দের নিয়ে বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে গানের তালিম দিচ্ছেন তিনি।

জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কাটাউট নিয়ে তিনটি ট্যাবলো তৈরি হচ্ছে।ঐ ট্যাবলো তে বসে দলের কর্মী শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবেন। গাওয়া হবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীতায় ও ঐক্য, সম্প্রীতির উদ্যেশে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল'। এই গানের তালিম দিচ্ছেন খোদ মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের শয়নে স্বপনে। তাঁকে স্বাগত জানাবার কোন ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথের পীঠস্থানে আমরা হাজির। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি চেতনা বাঙালির জীবনে মরনে সব সময় আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু, সব সময়। বিজেপি কি বোঝে জানি না। বলতেও চাই না। ওরা ভুলভাল অনেক কিছু টিভির পর্দায় বলে। নতুন প্রজন্মের কাছে সেগুলো খুব ক্ষতিকর। কারণ, তারা এসব দেখছে।

জেলা তৃনমূল সূত্রে গেছে, ২৯ ডিসেম্বর পদযাত্রায় শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীত নয়, বাংলার লোক সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা যাবে মুখ্যমন্ত্রীর মেগা রোড শো তে। 'বাংলা, বাঙালি ,বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' ট্যাগ লাইন কে বাস্তবায়িত করতে কোমর বেঁধেছে মুখ্যমন্ত্রী স্নেহধন্যা অনুব্রত মণ্ডল।তাই তিনি লোক শিল্পী দের আমন্ত্রন জানাচ্ছেন নিযম মেনে। প্রত্যেক কে নামে নামে চিঠি দিচ্ছেন অনুব্রত। তার একটাই কথা, 'পয়সা দিয়ে শিল্পীর বিচার হয় না। কিন্তু ওদের সন্মান জানাতেই আন্তরিক ভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তারা সাদরে মুখ্যমন্ত্রী পদ যাত্রায় উপস্থিত হবার জন্য প্রস্তুত। '।

তাই পদযাত্রায় থাকছে বীরভূমের লোক সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান রন পা নৃত্য, রাইবেশে , কীর্তন সম্প্রদায়, আদিবাসী নৃত্যের দল। ডাকবাংলো মাঠ থেকে চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগানো হবে পুলিশ প্রশাসনের তরফে। থাকছে ড্রোন ক্যামেরা নিয়ে লাইড সম্প্রচার।

বিজেপি নেতা অমিত শাহ হুড খোলা গাড়ি তে রোড শো কে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি অভিজিৎ সিংহ বলেন, 'ঐ পদ যাত্রা আসলে ভাড়া করা লোকের মাঝে অমিত শাহ হুড খোলা গাড়ি তে অহংকার প্রকাশের রোড শো। সেদিন আক্ষরিক অর্থেই পদযাত্রা করবেন তিনি। কোন হুড খোলা গাড়ি নয়। আমজনতার মাঝে হাঁটবেন জন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশাসনিক স্তরে আগেই ঘোষণা করা হয়েছে, ২৮ ডিসেম্বর দুপুরে প্রসাশনিক বৈঠক করবেন গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে। সেদিন সাংবাদিক বৈঠক করবেন তিনি। রাঙাবিতানে রাত কাটানোর পর, ২৯ ডিসেম্বর এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় যোগ দেবেন তিনি। জানা গেছে, দুলক্ষের বেশি লোক এদিন মিছিলে হাঁটবেন। তৃনমূলের দাবি লোক আসবে শুধু বোলপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম থেকে।তাকে ঘিরে শুরু হয়েছে পুলিশি তৎপরতা।রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'আমাদের বাইরে থেকে লোক আনতে হবে না। শুধু বোলপুর মহকুমা থেকে দুলক্ষের বেশি লোক আসবে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে পদ যাত্রা হাঁটতে।'

তৃণমূল সূত্রে খবর মিছিলে বিশ্বভারতী তে রাজনীতি করন, অমর্ত্য সেনের প্রতি দুর্ব্যবহার সবই একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্র সরকার বিরোধী পোস্টার ব্যানার থাকবে। এদিন অমর্ত্য সেনের জমি দখল নিয়ে বিশ্ব ভারতীর নোটিশ জারি সম্পর্কে ইন্দ্রনীল সেন বলেন, এটা হাস্যকর। এসম্পর্কে মন্তব্য করার থেকে, টিভিতে 'ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিট্যান্ট' সিনেমা দেখা ভালো। এরা জোকারের মতো আচরণ করছে।

নিজের বাড়িতে পদ্ম ফোটাতে পারে না, বাংলায় পদ্ম ফোটাবে? নাম না করে শুভেন্দুকে কটাক্ষ অভিষেকের

ডায়মন্ড হারবার, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে সপ্তাহ দুয়েক আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কর্মীসভার পাল্টা সভা রবিবার ডায়মন্ড হারবারের কেল্লার মাঠে করলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিজেপিকে কটাক্ষ করেন অভিষেক। পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর এই প্রথম প্রকাশ্যে সভা করেন অভিষেক। আর সেই সভা থেকেই এদিন একের পর এক তির ছোড়েন শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে। অন্যদিকে এদিনও দলীয় সভা মঞ্চে দেখা গেল না ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক হালদারকে।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু সম্পর্কে অভিষেক বলেন, " লড়াইয়ের ময়দানেই দেখা হবে বন্ধু। আগের নিজের বাড়িতে পদ্ম ফোটাও তারপর বাংলায় পদ্ম ফোটাবে। নিজের বাড়িতে পদ্ম ফোঁটাতে পারে না আবার বড় বড় কথা।" সারদা, নারদা, রোজভ্যালিতে অভিযুক্ত নেতা, নিজের পিঠ বাঁচাতেই বিজেপিতে ঢুকে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে বলে শুভেন্দুকে কটাক্ষ করেন অভিষেক। নিজে তোয়ালে মুড়িয়ে টাকা নিয়েছো আর বলছ ভাইপো তোলাবাজ? যদি কোনভাবে আমার তোলাবাজি দেখাতে পারো তাহলে নিজেই ফাঁসির মঞ্চে চলে যাবো, ইডি, সিবিআই দিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই বলে ও এদিন দাবি করেন অভিষেক।

এছাড়াও অভিষেক এদিন আরও বলেন, " দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলায় ৩১-০ করে দেখাবো, চ্যালেঞ্জ করে গেলাম। কিছু বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে ভালো হচ্ছে, দলটা ভাইরাস মুক্ত হচ্ছে। বাংলার মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে বিজেপি, বাংলার মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।" তার বিরুদ্ধে ওঠা কয়াল পাচার, গরু পাচারের অভিযোগের পাল্টা এদিন অভিষেক বলেন, " যতো দোশ নন্দ ঘোষ। তোলাবাজ ভাইপো হটাও। কয়লা থেকে গরু এগুলো কাদের আন্ডারে। সব তো অমিত শাহের আন্ডারে, তাহলে তাঁরা আমার পিছনে কেন? তাঁরা যদি আমার কথা শুনে কাজ করে তাহলে লজ্জায় অমিত শাহের পদত্যাগ করা উচিৎ।"

শুভেন্দুর বিজেপি যোগের পর এই প্রথম প্রকাশ্য সভা করলেন অভিষেক। আর সেই কারনে সমগ্র রাজনৈতিক মহলের নজর ছিল এই সভার দিকে। কিভাবে শুভেন্দুকে জবাব দেন অভিষেক সেটি দেখার অপেক্ষায় ছিলেন সকলেই। সেই প্রত্যাশা মতোই এদিন শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে একের পর এক পাল্টা আক্রমন করেন অভিষেক। পাশাপাশি বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বকেও নানাভাবে কটাক্ষ করেন যুব তৃণমূলের সভাপতি।

"এক বাপের ব্যাটা হলে ডায়মন্ডহারবারে জিতে দেখান": ওপেন চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর(হি স): লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপিতে যোগ দিয়েই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে "তোলাবাজ ভাইপো" বলে কটাক্ষ করেছিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর এরপরে রবিবার ডায়মন্ড হারবারের সভায় যোগ দিয়ে "এক বাপের ব্যাটা হলে ডায়মন্ডহারবারে জিতে দেখান" শুভেন্দুকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ অভিষেকের।

শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " বিজেপিতে যোগ দিয়ে কী বলছেন, বাংলাকে নরেন্দ্র মোদির হাতে তুলে দিতে হবে। বাংলা কি জয়নগরের মোয়া? এক বাপের ব্যাটা হলে ডায়মণ্ড হারবারের একটা আসন জিতে দেখান। তৃণমূল থেকে পাল্টি খেয়ে শিরদাঁড়া বিকিয়ে দিয়ে বিজেপি গিয়ে তোলাবাজ ভাইপো হঠাও। আরে কাগজে মুড়ে টাকা তোমাকে নিতে দেখা গেছে। তোলাবাজ তো তুমি। যদি দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগসূত্র পাওয়া যায়, তবে তিনি নিজে গিয়ে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করবেন। বন্ধু আমি সারদাতে নেই, ইডিতে নেই। আমার পিছনে ইডি-সিবিআই কেউ নেই। সবাই দেখেছে তোমাকে কাগজে মুড়ে টাকা নিতে, আর আমি তোলাবাজ? আমার পিছনে ইডি-সিবিআই লাগাতে হবে না, ফাঁসির মঞ্চ তৈরি কর, আমি নিজে গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। আমি ভয় পাই না। তদন্ত করুন, কোথায় ভাইপো জড়িত, এত ভয় কেন, নাম নিতে পারেনা! যুদ্ধের থেকেও এখন পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। বলছে, পশ্চিমবঙ্গকে নরেন্দ্র মোদির হাতে তুলে দেব, মানে দিল্লি থেকে বাংলা চালাবে। ক্ষমতা থাকলে ডায়মন্ড হারবার তুলে দেখান। কোথায় উন্নয়ন দরকার, বলুন, তা বিজেপি বলছে না, বলছে গরু পাচারকারী, কয়লা পাচারকারী। সীমান্তে গোরু পাচার হচ্ছে, বিএসফএ কী করছিল? বিএসএফ কার আওতায়? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আওতায়। তাহলে কোন ভাইপো দায়ী? কোলিয়ারি কে রক্ষা করে? সিআইএসএফ পশ্চিমবঙ্গ গুজরাত-মধ্যপ্রদেশ নয়, এ রাজ্যকে হারানো এত সহজ নয়। শুভেন্দুকে ফের আক্রমণ করে তিনি বলেন, ১০ বছর মন্ত্রী থেকে পাল্টিবাজি, আমার সঙ্গে তোমার তফাত কোথায় জান? মেরুদণ্ডে। লড়াইয়ের দম না থাকলে শাড়ি-চুরি পরে বাড়িতে ঢুকে যাও। আগামী দিনে এ রাজ্যে ৩১-০ করব, ডায়মন্ড হারবারের ৭-০ হবেই। পদ্মফুল ফুটবে না। বলছে তোলাবাজ ভাইপো হঠাও। তোমাকে নারদে টাকা নিতে দেখা গেছে, তোলাবাজ তো তুমি। সারদায় তোমার নাম রয়েছে, আমি সারদাতেও নেই, নারদেও নেই"।

এর পরেই অমিত শাহকে কটাক্ষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, " স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তো আমার কথায় চলে না, এ সব দুর্নীতির জন্য তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ করা উচিত। এ রাজ্যে আসছে, খাচ্ছে দাচ্ছে। খেতে খুব ভালবাস, দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের কাছে যেতে পারছ না কেন? অমিত শাহ বাংলায় এসে যাদের বাড়িতে খাচ্ছে, তারা বলছে, আমরা ভাবলাম কথা বলবে, কিন্তু না বলেই চলে গেল"।

"জল্পনা ছড়াবেন না": রাজভবন থেকে বেরিয়ে মন্তব্য সৌরভের

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি স): আর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে জোরকদমে চলছে তারই প্রস্তুতি। সেই জল্পনার মাঝেই রবিবার হঠাৎই রাজভবনে হাজির হন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কি কারনে রাজভবনে এসেছেন সৌরভ সেই প্রসঙ্গে ঢোকার মুখে কিছু না বললেও রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাজভবন থেকে বেরিয়ে "জল্পনা ছড়াবেন না" মন্তব্য করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজভবনে প্রবেশের সময় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কেনও রাজভবনে এসেছেন সেই প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান তিনি বেরোনোর সময় জানাবেন। সে কথা মত রাজভবন থেকে বেরোনোর সময় রাজ্যপালের সঙ্গে কি কথা বলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, " এটা নিতান্তই সৌজন্য সাক্ষাৎ। মাননীয় রাজ্যপাল অনেকদিন ধরেই ইডেন ঘুরে দেখার ইচ্ছাপ্রকাশ করে আসছেন। এখন ইডেনে বাংলা দলের অনুশীলন চলছে। আগামী সপ্তাহে কোনও একটা সময় রাজ্যপালের ইডেন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। আর হ্যাঁ, এই সাক্ষাৎ নিয়ে কোনও জল্পনা ছড়াবেন না"।

অন্যদিকে,সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়- র সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে টুইট করে রাজ্যপাল লেখেন, " দাদার সঙ্গে দেখা হলো। আজ রাজভবনে ৪.৩০ টের সময় নান বিষয় নিয়ে সৌরভের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ১৮৬৪ সালে তৈরি সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ক্রিকেট খেলার মাঠ ইডেন গার্ডেনস ঘুরে দেখার জন্য তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি"।

বহুদিন ধরেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কবে রাজনীতিতে আসবেন, আদতে আসবেন নাকি সেই নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। যদিও এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সৌরভ। তবে এরই মাঝে রবিবার রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজ্যপালের সঙ্গে প্রায় দু - ঘণ্টা বৈঠক করেন সৌরভ।

নিরীহ কৃষকদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): নতুন কৃষি আইন কার্যকর হলে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে। সংস্কারের প্রভাব অনুভব করতে কিছুটা সময় লাগবে। কৃষকদের কাছে অনুরোধ করব আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে যে পরিবর্তন হবে তা দেখতে থাকুন। নচেৎ কৃষি আইনগুলোকে আলোচনার মাধ্যমে আরো উন্নততর করা হবে। রবিবাসরীয় দুপুরে এই কথাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

হিমাচল প্রদেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুরের সরকার সাফল্যের সঙ্গে তিন বছর পূর্ণ করেছে। হিমাচলপ্রদেশের বাসীদের অভিনন্দন জানাই। কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ছিল। তখন হিমাচল প্রদেশের জন্য কেন্দ্রের তরফে বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র ২২ হাজার কোটি টাকা। যখন মোদী সরকার ক্ষমতায় এল তখন কেন্দ্রের তরফে তিনগুণ বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে হিমাচলপ্রদেশের জন্য।

কৃষি আন্দোলন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, যারা কৃষিকাজ সম্পর্কে কিছুই জানে না তারাই নিরীহ কৃষকদের বিপথে চালিত করেছেন।

সরকার কোথাও বলেনি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। মান্ডিগুলি যেমন ছিল তেমনই থাকবে। কারো স্পর্ধা নেই কৃষকদের থেকে তাদের জমিয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার।

"বুদ্ধিজীবীদের বলব আপনারা সমাজের সঙ্গে থাকুন,ভ্রষ্ট সরকারের সঙ্গে থাকবেন না": বিশিষ্টদের পথে নামার প্রসঙ্গে মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

কলকাতা,২৭ ডিসেম্বর (হি স): রবিবার বিজেপির বিরুদ্ধে অমর্ত্য সেনকে হেনস্থার প্রতিবাদে পথে নামে বিশিষ্টজরা। বাংলা অ্যাকাডেমির সামনে জমায়েত করে প্রতিবাদ জানায় বিশিষ্টরা। আর এরপরেই "বুদ্ধিজীবীদের বলব আপনারা সমাজের সঙ্গে থাকুন,ভ্রষ্ট সরকারের সঙ্গে থাকবেন না" সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন," তৃণমূল যখন হারার মতো পরিস্থিতি হয়, মানুষের থেকে সরে যায় তখন বুদ্ধিজীবীদের আশ্রয় নেয়। আমি বুদ্ধিজীবীদের বলব আপনারা সমাজের সঙ্গে থাকুন। একটা ভ্রষ্ট, যার থেকে মানুষ সরে গিয়েছে, সেই সরকারের পাশে থাকবেন না"। যদিও দিলীপ ঘোষকে পাল্টা উত্তর দিয়েছেন তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পাল্টা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যাঁদের সঙ্গে বই, বাংলার সংস্কৃতির কোনও সম্পর্ক নেই, তাঁরা এ কথা বলেন। অর্ধশিক্ষিতের দল বলেই এভাবেই অপমান করছেন"।

উল্লেখ্য, এদিন শান্তিনিকেতনে অমর্ত্য সেনের পৈত্রিক বাড়ি প্রতীচীর জমি বিতর্কে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলা অকাদেমির সামনে সমবেত হয়ে প্রতিবাদে শামিল রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কবির সুমন, জয় গোস্বামী, শুভাপ্রসন্ন, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, সুবোধ সরকার, যোগেন চৌধুরীরা সহ বহু বিশিষ্টরা।

নিজেদেৰ দোষ ঢাকতে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে তৃণমূল : অর্জুন মুন্ডা

বাঁকুড়া, ২৭ ডিসেম্বৰ (হি স) নিজেদেৰ দোষ ঢাকতে বিজেপিৰ ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে তৃণমূল বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা।রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসেৰ কড়া সমালোচনা কৰে তিনি বলেন রাজ্যে গনতন্ত্র হত্যা হচ্ছে, অবমূল্যায়ন হচ্ছে।এটা খুব দুঃখেৰ।সম্প্রতি রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীদেৰ গাড়ী আটক কৰে হামলাৰ ঘটনাৰ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই কথা বলেন।

আজ বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত এক কর্মী সভায় যোগদান করতে তিনি বাঁকুড়া আসেন।সভা শেষে তিনি সাবাদিকদেৰ মুখোমুখী হন।

তৃনমূলেৰ সমালোচনা কৰে তিনি বলেন রাজ্যেৰ জঙ্গল মহলেৰ অধিবাসীৰা বঞ্চিত,তাই তাৰা রাজ্য সরকাৰেৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ।তাই তাৰা এই সরকিৰকে উ ৎখাত করতে চাইছে।আগামী দিনে তাৰা বিজেপিৰ সরকাৰ প্রতিষ্ঠা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ কৰেন।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতা অৰবিন্দ মেনন, ৰাজ্য নেতা শাদুনা বন্দোপাধ্যায়, সাংসদ জোতিময় সিং মাহাতো উপসিত ছিলেন।

গভীর রাতে দীঘা থানার সামনে পুড়ল পর্যটকের গাড়ি

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স): গভীর রাতে শনিবার আচমকাই ভয়াবহ আগুনে পুড়ল পর্যটকদের একটি গাড়ি। রাত্রি যখন প্রায় ২টো দীঘা থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটিতে আগুন জ্বলতে দেখতে পান

ছয়ের পাতায়

ভোটের আগে দায়িত্ব বাড়ল শোভন বৈশাখীর

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): বিধানসভা নির্বাচনের আগেই দায়িত্ব বাড়ল প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং তার বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রবিবার নির্বাচনের আগেই সাংগঠনিক পদে রদবদল করল বঙ্গ বিজেপি। বিজেপির কলকাতার সাংগঠনিক জোনের পর্যবেক্ষক করা হল শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। একইসঙ্গে আহ্বায়ক দেবজিৎ সরকার, সহ আহ্বায়ক হলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ থেকেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার বেশ কয়েক বছর পরেও শোভন চট্টোপাধ্যায়ের মতে দুঁদে রাজনীতিবিদকে বঙ্গ বিজেপি তেমন কোনো দক্ষ পদ দেয়নি। এই একই পরিস্থিতি শিকার হয়েছিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই নিয়ে ক্ষোভ জন্মেছিল তাদের মধ্যে। যার ফলে দলের সঙ্গে তৈরি হয়েছিল দূরত্বও। যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল বিভিন্ন মহলে। এরপরে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্য বিজেপি তে দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হলো শোভন-বৈশাখীর।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলকে সাংগঠনিক আরে মজবুত করার পাশাপাশি জনসংযোগে জোর দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। রাজ্য সফরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার সেই পাঠ দিয়ে গিয়েছেন। এমনকি দিলীপ ঘোষের তরফেও জানানো হয়েছিল শোভন চট্টোপাধ্যায় এর মত দক্ষ রাজনীতিবিদকে তারা ঠিক সময়মতো কাজে লাগাবেন। তাই পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত বিধানসভা নির্বাচনের আগেই নিজেদের পায়ের তলার জমি শক্ত করতে নানান সাংগঠনিক স্তরে রদবদল করল বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব।

এদিন কেন্দ্রের পাঁচ পর্যবেক্ষককে দেওয়া হয়েছে দায়িত্ব। এছাড়াও সাত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে প্রচার এর জন্য নামানো হয়েছে। কলকাতা জনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশের সংগঠনের অন্যতম সফল নেতা সুনীলকে বনসাল কে।

এদিকে কলকাতায় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পেলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। আহবায়ক হয়েছেন দলের যুব মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি দেবজিৎ সরকার। সহ-আহ্বায়ক করা হলো বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শঙ্কুদেব পান্ডা কে। এছাড়াও যুব মোর্চার পর্যবেক্ষক করা হয়েছে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় কে। মহিলা মোর্চার পর্যবেক্ষক হয়েছেন ডঃ সুভাষ সরকার। কিষান মোর্চার পর্যবেক্ষক হয়েছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

তবে দলীয় সূত্রে খবর, শুধুমাত্র বিধানসভা নির্বাচন নয় কলকাতা পুরসভার নির্বাচনকে মাথায় রেখে এই রদবদল করা হয়েছে। মূলত মেয়র হিসেবে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের মুখকে ধরে নিয়েই কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের দিকে এগোতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি।

রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ১৪৩৫জন

কলকাতা, ২৭ডিসেম্বর (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে সামান্য বেড়েছে সংক্রমণ। তবে একদিনে কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪৩৫জন আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৭৪০জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৫.৭৩ শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৯জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.৮৬শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। রবিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৩হাজার ৭৭৪জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৪৭হাজার ৪৪৩জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ২৪হাজার ৭১জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯৫৯৮জনের।এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৫জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৪৫৯জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। বর্তমানে এখন করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩২৩৬জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩৮ জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৪১১জন।এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৩৮হাজার ১১৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৯লাখ ৬৫হাজার ৭২৬টি। এখন রাজ্যে ৯৮টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

"তৃণমূলকে একেবারে উপরে ফেলতে হবেই": হুংকার শুভেন্দুর

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ ডিসেম্বর (হি স): রাজ্যজুড়ে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। ইতিমধ্যেই তৃণমূল ত্যাগ দিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার একদিকে ডায়মন্ড হারবারে সভা করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের জনসভায় যোগ দেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। দাঁতনের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে "তৃণমূলকে একেবারে উপরে ফেলতে হবেই"

ছয়ের পাতায়

রবিবার আগরতলায় রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যকে তৃণমূলের মত জীবাণু থেকে মুক্ত করতে হবে: অনুপম হাজরা

কলকাতা, ২৭ডিসেম্বর (হি. স.): রাজ্যকে তৃণমূলের মত জীবাণু থেকে মুক্ত করতে হবে। রবিবার কার্যত এই ভাবেই রাজ্য সরকারকে বিঁধলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার কেও কটাক্ষ করেছেন তিনি।

গতকাল কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতাদের বঙ্গ সফর নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন কাকলি দেবী। জানিয়েছিলেন, সাম্প্রতিক সময়ে এই ভ্রমণপিপাসুরা পশ্চিমবঙ্গে এসে রবীন্দ্রনাথ, কবি কাজী নজরুল ইসলামের মত মনীষীদের অপমান করছেন। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘন্টাঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে এই পর্যটকদের সুরক্ষার স্বার্থে এমনটাই দাবি করেছেন এই তৃণমূল নেত্রী।

এদিন এর পাল্টা জবাব দিয়ে অনুপম হাজরা বলেন, "আমাদের "পর্যটক" বা "বহিরাগত" বলে লাভ নেই। পশ্চিমবাংলার মানুষজনকে এইভাবে ভুল বুঝিয়েও লাভ নেই। বাংলাকে আমরা তৃণমূল জীবাণুমুক্ত করবই, কারণ আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন বাঙালি।"

এরপরেই একটি স্যানিটাইজারের ছবি দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'বাংলাকে তৃণমূল নামক জীবাণুর থেকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।' অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, 'প্রকৃত বাঙালি হলে তৃণমূল নেত্রী ইতিহাস বইয়ে সিঙ্গুর আন্দোলন বা সিঙ্গুর আন্দোলনে নিজের পার্টির ক্যাডারদের অবদানের কথা বলপূর্বক অন্তর্ভুক্ত না করিয়ে, শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন দেশভক্ত মনীষীর দেশভক্ত মনীষীর দেশ গঠনের অবদান এর কাহিনী ইতিহাস বইয়ের কোনও না কোনও অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতেন।'

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য এক্তেশ্বরে

বাঁকুড়া, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শহর লাগোয়া প্রাচীন মন্দিৰ এক্তেশ্বৰে আজ, রবিবার সাত সকালে এক ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মন্দিৰ সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদের ঘাটে ঐ মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে সানীয় বাসিন্দাৰা। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম রাজীব দেওঘরিয়া (২৫)। বাড়ি এক্তেশ্বর মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। ওখানেই তার একটি মনোহারী দোকান রয়েছে। রাজীব দেওঘরিয়ার এরকম রহস্যমৃত্যুতে গোটা বাঁকুড়া শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মৃতের দিদি টুম্পা ভট্টাচার্য বলেন, আমার ভাই অত্যন্ত সরল ও সাদা মনের মানুষ। ওর যে কোনো শত্রু থাকতে পারে তা আমাদের বিশ্বাসই হচ্ছে না। কিন্তু রাজীবকে যে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে সেই অভিযোগ টুম্পা ভট্টাচার্য্য সহ রাজীব-দেওঘরিয়ার পরিবার ও প্রতিবেশীদের। টুম্পা ভট্টাচার্য বলেন, ভাই প্রতিদিন সকালে এক্তেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন তারপর দোকান খোলেন। বেলা ২ টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে। তারপর বাড়িতে দুপুরের খাবার খেয়ে ফের বিকেলে দোকান খুলে একেবারে রাত ৯ টায় দোকান বন্ধ করেন। অন্যান্য দিনের মত শনিবারও বিকেল ৪ টার সময় দোকানে যান। তারপর রাতে বাড়ি ফেরেননি রাজীব।রাজীবের দাদা শ্যামসুন্দর দেওঘরিয়া বলেন, আমার কাকার ছেলে রাজীব অত্যন্ত ভদ্র স্বভাবের। মৃতদেহ উদ্ধার করতে এসে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ বিক্ষোভেৰমুখে পড়ে। মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। এরপর ঘটনাস্থলে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিবেক ভার্মা। পুলিশ কর্তাদের সামনেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে শ্যামসুন্দর দেওঘরিয়ার অভিযোগ, এক্তেশ্বর ধাম জেলার অন্যতম পূণ্যক্ষেত্র। অথচ সন্ধ্যার পর পুলিশের নাকের ডগায় মন্দির চত্বর সহ গোটা এলাকা দুষ্কৃতী ও মাতালদের দখলে চলে যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অভিষেকের সভায় অনুপস্থিত দুই বিধায়ক

কলকাতা, ২৭ডিসেম্বর (হি. স.): বছরের শেষ রবিবারে ডায়মন্ড হারবারে সভা করলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এদিন তার এই সভাতে অনুপস্থিত থাকতে দেখা গেল সভায় অনুপস্থিত ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক হালদার ও মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাসকে। যা নিয়ে ফের জল্পনা উঠেছে রাজনৈতিক মহলে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন একের পর এক নেতা মন্ত্রী বিধায়করা। এমনকি সম্প্রতি দল ছেড়েছেন বহু বিধায়ক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যারাকপুরের বিধায়ক শিলভদ্র দত্ত। তাই এই পরিস্থিতিতে এহেন উল্লেখযোগ্য সভায় দুই বিধায়কের অনুপস্থিতি জল্পনা উস্কে দিচ্ছে।

যদিও এইসব জল্পনায় কান দিতে নারাজ শাসক দল। তাঁদের কথায়, শারীরিক অসুস্থতা কারণেই ওই দুই বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে, তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান স্পষ্ট জানিয়েছেন, ডায়মন্ড হারবার ও মহেশতলা, ২ বিধায়কই শারীরিক অসুস্থতার কারণে আজকের সভায় অনুপস্থিত। তাঁদের অনুপস্থিত থাকার কথা তাঁরা আগাম দলকে জানিয়ে দেন বলেও জানিয়েছেন জাহাঙ্গির খান।

উল্লেখ্য, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে মোট ৭জন বিধায়ক ছিলেন। এরমধ্যে ফলতার বিধায়ক তমনাশ ঘোষ করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন। তাই এখন ওই লোকসভা কেন্দ্রে বিধায়কের সংখ্যা ৬।

অসহায় কুষ্ঠ রোগীদের কম্বল বিতরণ

বাঁকুড়া, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শীতেৰ হাত থেকে বাঁচাতে অসহায় কুষ্ঠ রোগীদেৰ কম্বল বিতরণ কৰা হল আজ, রবিবার।গৌৰীপুৰ কুষ্ঠ হাসপাতালেৰ ৪৬৫ জন রোগীৰ হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘেৰ ব্যবসাপনায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেৰ নার্স অপর্ণা ধবল,নর্সিং সুপাৰ শেফালি মন্ডল ,সিস্টাৰ ইন চার্জ মৌসুমী সিংহ মহাপাত্র ,সমাজসেবী অশ্বিনী ধবল ,গৌৰীপুৰ মিলনী সংঘেৰ নব দাস কম্বল বিতরণ কৰেন।এই আয়োজনেৰ অন্যতম উদ্যেক্তা অপর্ণা দেবী জানান প্রতি বছৰই পৰিচিত মানুষদেৰ সহযোগীতায় ও দানে দুঃস দেৰ সেবা মূলক উদ্যেগ নেওয়া হয়।

গৌৰীপুৰ কুষ্ঠ হাসপাতাল এশিয়াৰ অন্যতম কুষ্ঠ হাসপাতাল। এখানে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু ৰোগী সম্পূর্ণ সেৰে উঠলেও সমাজে আজ ও অবহেলিত।ডাক্তাৰেৰ সার্টিফিকেট থাকলেও তাৰা অচ্ছুৎ,এমন কি তাদেৰ পৰিবাৰ ও তাদেৰ গৰ্হন কৰে না। এই ৰকম অসহনীয় অবসায় দিন কাঁটাতে হয় তাদেৰ।

এসএফআই-র ৫০ বছরের সমাপ্তি উদযাপন উপলক্ষে পথে এসএফআহ

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি স): রাজ্য জুড়ে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। এরই মাঝে ফের পথে এসএফআই। রবিবার এসএফআই-র ৫০ বছরের সমাপ্তি উদযাপন উপলক্ষে সভা এসএফআইর।

লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। আর তাই এদিন এসএফআই-র ৫০ বছরের সমাপ্তি উদযাপন উপলক্ষে পথে নামে এসএফআই। সোনারপুর ও যাদবপুরে এসএফআইয়ের তরফে দুটি মিছিল বেরোয়। পাশাপাশি গাঙ্গুলি বাগানে এসএফআই-র ৫০ বছরের সমাপ্তি উদযাপন উপলক্ষে সেখানে বক্তব্য রাখেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। বিমান বসু ছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী, এসএফআই সর্ব ভারতীয় সভাপতি পি ভি সানু।

সভা থেকে বিমান বসু বলেন, "লাল পতাকার নিশানাটা আলাদা। ৫০ বছর আগে এসএফআই যাত্রা শুরু করেছিল। সময়ের দাবি মেনেই ছাত্রদের আন্দোলন হয়"।

পর্যটকের গাড়ি

পাচের পাতার পর

পুলিশকর্মীরা। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় দমকলে।

রামনগর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন বেশ কয়েকঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। ততক্ষণে গাড়িটি প্রায় ভস্মীভুত হয়ে গিয়েছে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই গাড়িটিতে আগুন ধরে গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২৬ সিটের ট্রাভেরা গাড়িটিকে থানার সামনে রেখে চলে গিয়েছিল অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। গভীর রাতে গাড়িটির ভেতর থেকে আগুন দেখতে পান পুলিশ কর্মীরা। সেই সময় গাড়ির চালক বা মালিক কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হুংকার শুভেন্দুর

পাচের পাতার পর

সুর চড়ালেন শুভেন্দু অধিকারী।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, " আগামী বিধানসভায় এক নম্বর হবে ভারতীয় জনতা পার্টি। দ্বিতীয়ই হবেন মুখ্যামন্ত্রী। বাকি ৪১ টা বাদ, ক্ষমতা থাকলে শুধু তাঁর এলাকা দখল করে দেখাক। ডায়মন্ড হারবারে সভা করব। তৃণমূলকে একেবারে উপরে ফেলতে হবেই"।

রাজ্য সরকারকে এক হাত নিয়ে শুভেন্দু বলেন, " কেন্দ্রের সমস্ত প্রকল্প নিজের নামে চালানোর চেষ্টা করছে রাজ্য। বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কেন্দ্রের কাজে। যার জেরে ভুগতে হচ্ছে আমজনতাকে"।

এরপরেই বিজেপি নেতা সুনীল মণ্ডলের উপর হামলার প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "গতকাল আমরা হেস্টিংসে যায়। সেখানে জেহাদিদের মতো একদল সুনীল মণ্ডলের গাড়ি ভাঙচুর করল। আমি ঢোকার সময় কিছু করার সাহস পায়নি। বের হওয়ার সময় পিছন থেকে আওয়াজ করল। আমাকে ওসব করে লাভ নেই"।

তদন্তে বন দফতর

তিনের পাতার পর

তাঁরা হাতি দুটির ময়না তদন্ত শুরু করেছেন।

হাতি দুটির মৃত্যু কী করে হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ধারণা করা হচ্ছে রবি শস্যে ছড়ানো বিষাক্ত সার খাওয়ায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে বন আধিকারিকদের সন্দেহ, কেউ তাদের খেতে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার সংস্থাপিত করার ফলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতি দুটির মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছেন বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা।

তোপ ব্রাত্যর

তিনের পাতার পর

বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। অমর্ত্য সেনের মানুষের ক্ষেত্রে যদি এটা হতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষ যদি কণ্ঠস্বর তোলেন এবং বিজেপি যদি তখন এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তবে যে কী অবস্থা হতে পারে তা বোঝানোর জন্যই আজ আমরা এই সভা করেছি"।

উল্লেখ্য, এদিন শান্তিনিকেতনে অমর্ত্য সেনের পৈত্রিক বাড়ি প্রতীচীর জমি বিতর্কে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলা অকাদেমির সামনে সমবেত হয়ে প্রতিবাদে শামিল রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কবির সুমন, জয় গোস্বামী, শুভাপ্রসন্ন, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, সুবোধ সরকার, যোগেন চৌধুরীরা সহ বহু বিশিষ্টরা।

পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত কড়া নজরদারি হাওড়া শিয়ালদহ সহ বিভিন্ন স্টেশনে

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): বছর শেষে উৎসবের মরসুম। করোনা আবহাওয়া বছর শেষে ছুটি কাটাতে নানান পর্যটন স্থান ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানুষ। আর একে হাতিয়ার করেই বাড়ছে অপরাধ মূলক কার্যক্রমের প্রবণতা। এবার সেই কারণে যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে হাওড়া শিয়ালদহের বিভিন্ন স্টেশনে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত কড়া নজরদারি চালাবে রেল পুলিশ।

রেল পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ভিড় সুযোগে নানান জায়গায় অপরাধ সংঘটিত হতে না পারে সে কারণে পুলিশের ইন্তেলিজেন্স কে কাজে লাগিয়ে সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন থাকবে সব জায়গায়। এই সাদা পুলিশদের উপরেও তদারকির দায়িত্বে থাকবেন আধিকারিকরা। ভিড়ের সুযোগে অপরাধীরা যাতে অপরাধ সংগঠিত করতে না পারে সেই লক্ষ্যে পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে এমন স্টেশনগুলোতে বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি। তারকেশ্বর, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, নবদ্বীপ, ব্যান্ডেল, হুগলি ছাড়াও শিয়ালদহ ডিভিশনের ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্টেশনে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। জিআরপিএফ এবং আরপিএফ সক্রিয় থাকছে ওই স্টেশনগুলোতে। সঙ্গের নজর রাখা হচ্ছে যাত্রীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন কিনা সে বিষয়ে। করোনা সতর্কতা নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

দলত্যাগী সাংসদ সুনীল মণ্ডল কে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেবে বিজেপি

কলকাতা, ২৭ডিসেম্বর (হি. স.): গতকাল হেস্টিংসে বিজেপির নতুন কার্যালয়ের সামনে দলত্যাগী সাংসদ সুনিল মন্ডলের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীরা। পরে এই সংসদকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়।

কৈলাস বিজয়বর্গীয় জানান, 'সুনীল মণ্ডল কে কেন্দ্রের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এর কাছে লিখিত আর্জি জানানো হয়েছে। দ্রুত তাকে কেন্দ্র নিরাপত্তা দেওয়া হবে।' উল্লেখ্য বিজেপিতে যোগদান করার পরেই দলত্যাগী মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও জেড ক্যাটাগরির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিয়েছে বিজেপি।

প্রসঙ্গত, শনিবার হেস্টিংস বিজেপিতে নবাগতদের সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠান ছিল। এদিন হেস্টিংসে বিজেপির নয়া কার্যালয় তৃণমূল সাংসদ তথা বর্তমানে বিজেপিতে যোগদান কারী সুনীল মণ্ডল কে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় হেস্টিংস এলাকায়। সুনীল মন্ডল কে ঘিরে তৃণমূল কর্মীরা কালো পতাকা এবং বিক্ষোভ দেখান।তৃণমূল কর্মীরা রাস্তায় শুয়ে পড়ে সাংসদের গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করে।

পুলিশের সামনেই তাদের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। সাংসদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শোনা যায় তৃণমূল কর্মীদের। সদ্য বিজেপি-তে যোগ দেওয়া পূর্ব বর্ধমানের সাংসদ সুনীল মণ্ডলের গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া নেতা-কর্মীরা বিজেপি পার্টি অফিসে ঢুকতে গেলে শনিবার সকালে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। পাল্টা স্লোগান দিতে থাকেন গেরুয়া শিবিরের কর্মীরাও। এদিনও পুলিশকে নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দু' পক্ষের মধ্যে পুলিশের সামনেই হাতাহাতি শুরু হয়।

এরপরই দলত্যাগী সংসদকে নিরাপত্তা দেবার কথা ঘোষণা করল বঙ্গ বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারী কে বুলেট প্রুফ কার সহ জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে এবার সুনীল মণ্ডল কে কোন পর্যায়ের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হয় সেটাই দেখার।

করোনা পরিস্থিতিতে পিছিয়ে গেল বইমেলা

কলকাতা, ২৭ডিসেম্বর (হি. স.): করোনা আবহে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হল কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুললে এবং আন্তর্জাতিক বিমান চালু হলেই বইমেলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জন গিল্ড সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপধ্যায়।

২০২১ সালে ২৭ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে বেশ কিছু দেশে লক ডাউন জারি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিধির কথা মাথায় রেখেই পিছিয়ে গেল বইমেলা।

এই প্রসঙ্গে ত্রিদিব বাবু বলেন, 'এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক বিমান বন্ধ রয়েছে। ফলে বিদেশি বইয়ের স্টল করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশকরা আসেন। যা কলকাতা বইমেলা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অগত্যা, এ হেন পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বইমেলা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে'। তবে তাঁরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিদিব বাবু আগেই জানিয়েছিলেন, করোনা কালে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে যদি করা সম্ভব না হয়, তাহলে জুলাইয়ে করতে হবে'। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন ভ্যাকসিন বেরুনোর পরেই বইমেলার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হবে।

আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হবে, দাবি কৈলাস চৌধুরীর

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষকদের আন্দোলন অব্যাহত। যদিও শনিবার কৃষক সংগঠনগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পুনরায় রাজি হয়েছে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে আইনি বৈধতা দেওয়ার পথ থেকে পিছু সরে আসবে না কৃষকরা বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার কৃষক আন্দোলন নিয়ে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষি কল্যাণমন্ত্রী রাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাস চৌধুরী জানিয়েছেন, শুধুমাত্র আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতে পারে। কৃষকদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে গোটা বিষয়টি দেখলে ২৯ ডিসেম্বরের বৈঠকে সমস্যার সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু গোটা বিষয়কে যারা রাজনৈতিক পর্যায় নিয়ে যেতে চাইছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সমস্যার সমাধান হবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে কৃষক আন্দোলনের জেরে দিল্লি হরিয়ানা সীমান্ত কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

অমর্ত্য সেনকে হেনস্থার প্রতিবাদে পথে বিশিষ্টরা

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি স):একুশের নির্বাচনের আগেই রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। এবার বিজেপির বিরুদ্ধে অমর্ত্য সেনকে হেনস্থার প্রতিবাদে এনে পথে বিশিষ্টজরা। অমর্ত্য সেনকে হেনস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার বাংলা অ্যাকাডেমির সামনে জমায়েত বিশিষ্টদের।

বিশিষ্টদের অভিযোগ, শান্তিনিকেতনে অমর্ত্য সেনের পৈত্রিক বাড়ি প্রতীচীর জমি বিতর্কে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে। আর সেই হেনস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলা অকাদেমির সামনে সমবেত হয়ে প্রতিবাদে শামিল রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কবির সুমন, জয় গোস্বামী, শুভাপ্রসন্ন, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, সুবোধ সরকার, যোগেন চৌধুরীরা সহ বহু বিশিষ্টরা। প্রতিবাদকারীদের হাতের পোস্টারে লেখা,বিজেপির বাঙালি অপমান মানছি না, মানব না"।প্রতিবাদ স্থল থেকে বিজেপির নাম না করে কবির সুমন বলেন, "যদি কেউ বলেন যে ক্ষীতিমোহন সেনের মেয়ে বা তাঁর স্বামী একটা জমি কিনেছেন কিন্তু সেটা অবৈধ, তা হলে কী বলব?

সিপিআইএম

● **প্রথম পাতার পর**

গুন্ডাদের লেলিয়ে দিয়ে বাইক বাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় হামলা হুজ্জুতির তাণ্ডব চালানো হচ্ছে। একজন মাত্র গ্রেফতার করা হলো। মেলাঘর, খয়েরপুর, অমরপুর, কুমারঘাট সহ বিভিন্ন জায়গার ঘটনায় সিপিএম রাজ্য কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করে। দক্ষিণ ও সিপাহীজলার এসপির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তাদের ভূমিকা অত্যন্ত খারাপ বলে গৌতম দাশ জানান। বিরোধী দলনেতার কর্মসূচি করতে দেওয়া হচ্ছে না, নলুয়ায় শহীদবেদী ভেঙে দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় হামলা হজুতি ইত্যাদি বিষয় উত্থাপন করে এনএলএফটির সন্ত্রাসবাদীর কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ায় গৌতম দাশ শাসক বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছে।

কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

নেমেছে তখন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রচার শুরু করেছে। বর্তমানে কৃষকদের মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র শুরু হলো। অর্থাৎ তাদের জীবন জীবিকা দুর্বল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন বলে পিযুষ কান্তি বিশ্বাস জানান। তাই কৃষকদের আত্মহত্যা বেড়ে গেছে বর্তমান বিজেপি পরিচালিত সরকারের সময়ে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং রাজ্যের চলমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোকপাত করেন পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে যেসব ঘটনাগুলি ঘটছে তারও বিরোধিতা করা হয়। এই সময়ের মধ্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার কথা থাকলেও করোনার কথা বলে সরকার হাত তুলেছে। তাতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিসের কৃষক দরদী সরকার প্রশ্ন পিযুষ কান্তি বিশ্বাসের।

কারবারি

● **প্রথম পাতার পর**

কয়েকদিন আগে এক কুখ্যাত নেশাখোর বারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছিল পুলিশ।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেলিম মিয়া নামে অপর এক নেশা কারবারীর আস্তানা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর পায় পুলিশ। সে অনুযায়ী তল্লাশি চালিয়ে জয়নগর এলাকা থেকে সেলিম মিয়া নামে নেশা কারবারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ। আটক নেশা কারবারিকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। তাকে আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করা হবে।পুলিশ রিমান্ডে এনে তাকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাবে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ।

আশ্রমও

● **প্রথম পাতার পর**

হয়। খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত রাম ঠাকুর মন্দির এর অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর**

করে পাল্টা জবাবে নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, বামেদের আমলে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা হতো এই রাজ্যে। চিটফান্ডের রমরমা বামেদের আমলেই হয়েছে। কৃষকদের দুর্দশা বাম আমলে ছিলো। বাম নেতাদের কারণেই চিটফান্ড মাথাচাড়া দিয়েছে এই রাজ্যে। গৌতম দাশ যেন মায়া কান্না না করে পরামর্শ দিলেন নাবেনদু ভট্টাচার্য।

এওয়ার্ড

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ত্রিপুরার সার্বিক বিকাশের স্বার্থে সরকার কাজ করছে। আগামী দিনে এই কাজের ধাব্যাকে তরান্বিত করাই আমাদের লক্ষ্য।

করোনা ঃ দেশে দৈনিক মৃত্যু ও সংক্রমণ নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): গত এক সপ্তাহ ধরেই দেশের দৈনিক কোভিড সংক্রমণ ২৫ হাজারের নীচে রয়েছে। দৈনিক মৃত্যুও নিম্নমুখী। রবিবারও সেই ধারা অব্যাহত রইল। একইসঙ্গে ভারতে সুস্থতার হার বাড়তে বাড়তে ৯৫.৮২ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৯৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৩৮ জন। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮,৭৩২ জন।

ওয়াটার প্লান্টন

আটের পাতার পর

ব্রজেন্দ্রনগর, সরলা ও সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার থেকে শুরু হবে সার্ভে করার কাজ। সরলা ও সরস্পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বামুনিয়া ছড়াতে জল আটকে পরিশোধন করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে বিশুদ্ধ পানীয় জল।

যুব উৎসব

আটের পাতার পর

বক্ত'তা, ভারত নাট্যম, মণিপুরী নৃত্য, কত্থক নৃত্যে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্ক'তিক ব্যক্তিত্ব পীযূষ কান্তি চৌধুরী ও জেলা ক্রীড়া আধিকারিক প্রিয়দর্শী চাকমা।

অন্যদিকে, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং পানিসাগর প'ায়েত সমিতির সহযোগিতায় গতকাল পানিসাগর মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পানিসাগর টাউন হলে আয়োজিত এই যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স'য় দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান লক্ষীকান্ত দাস, সমাজসেবী প্রদ্যৎ নাথ, সমাজসেবী বিবেকানন্দ দাস ও সমাজসেবী ধন'য় নাথ। সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য বিকাশ শর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া আধিকারিক কমলেন্দ শীল। মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসবে পানিসাগর মহকুমার বিভিন্ন সাংস্ক'তিক দলের ৯৫ জন শিল্পী সাংস্ক'তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

চিরবিদায়

আটের পাতার পর

তাঁর মৃত্যুতে সারা বিশ্বে নেমে আসে শোকের আবহ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : ১৫ নভেম্বর কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে প্রয়াত হন কিংবদন্তী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। কোভিড পরবর্তী শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন সৌমিত্রবাবু। কোনওরকম চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন না তিনি। ৪০ দিন ধরে লড়াই করার পরও শেষ রক্ষা হল না তাঁর। প্রায় সাত দশকের দীর্ঘ ফিল্ম-কেরিয়ার সৌমিত্রের। সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার" দিয়ে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু। নাট্যশিল্পী হিসেবেও তিনি বিশিষ্ট। তাঁর কর্মজীবন অবশ্য আকাশবাণীতে শুরু ঘোষক হিসেবে। পরে বাচিক শিল্পী হিসেবেও তিনি ছাপ রাখেন। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রকবিতা বা জীবনানন্দ আচ্ছন্ন করে কবিতারসিক বাঙালিকে। বাংলা চলচ্চিত্রের একটা যুগ যেন শেষ হয়ে গেল তাঁর মৃত্যুতে।

ডিসেম্বর

মতিলাল ভোরা : ২১ ডিসেম্বর রাজধানী দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মতিলাল ভোরা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পর তার শরীরে একাধিক অসুস্থতা দানা বেঁধেছিল। অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশের দুইবারের মুখ্যমন্ত্রী মতিলাল ভোরা পরবর্তী সময়ে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালের দায়িত্বভার সামলান। এছাড়াও রাজ্যসভায় চারবারের সাংসদ ছিলেন তিনি। লোকসভার সাংসদ ছিলেন একবার। রাজনৈতিক মহলের মতে গান্ধী পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন মতিলাল ভোরা।

দগ্ধ একজন

আটের পাতার পর

আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। শরীরের ৯৫ শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় একজনকে শতাব্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কীভাবে মন্দিরে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ক্রীড়াঙ্গন

‘শোয়েব আখতার দ্বিতীয় সারির অভিনেতা’

২০০২ সালে শারজাতে শোয়েব আখতারকে দ্বিতীয় সারির অভিনেতা বলেছিলেন ম্যাথু হেইডেন।

ক্রিকেট মাঠে শোয়েব আখতার ও ম্যাথু হেইডেনের দ্বৈরথ ছিল দেখার মতো। পাকিস্তানের শোয়েবের গতির ঝড়ের জবাবটা ব্যাট হাতে ভালোই দিতেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার হেইডেন। ব্যাট-বল ছাপিয়ে তাঁদের লড়াইটা মুখেও চলত। শারজায় অনুষ্ঠিত এক টেস্টে শোয়েবকে দ্বিতীয় সারির অভিনেতা বলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান। অস্ট্রেলিয়ার এক গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন হেইডেন।২০০২ সালে শারজায় টেস্ট সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সামনে একেবারেই অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তান। ইনিংস ও ১৯৮ রানে হেরেছিল তারা। দুই ইনিংসে পাকিস্তান রান করেছিল ৫৯ ও ৫৩। সেঞ্চুরি করে সেই টেস্টে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন হেইডেন। সে ম্যাচে হেইডেনের মনযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁকে নানাভাবে স্লেজিং করেছিলেন শোয়েব।

১৮ বছর আগের সেই ম্যাচে শোয়েবের সঙ্গে মাঠে কী হয়েছিল, সেই স্মৃতি রোমন্থন করেছেন হেইডেন, ‘আমি আখতারকে শুরু থেকেই “বি” গ্রেডের অভিনেতা বলে ডেকেছিলাম। শারজায় দুপুরে ৫৮ ডিগ্রিরও বেশি তাপমাত্রায় খেলা হচ্ছিল। হাঁটার সময় আখতার আমাকে খুব খারাপ ভাষায় বলেছিল “আজ আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি।” আমিও তির্যক ভাষায় বলেছিলাম, “আমি সেই চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় আছি। এর জন্য তুমি তিন ওভার বা ১৮টি বল পেতে যাচ্ছ।”সেদিন আখতারের মুখের ওপর জবাব দিয়েই থামেননি হেইডেন, দায়িত্বে থাকা ভারতের আম্পায়ার ভেঙ্কটরাঘবনের কাছে অভিযোগও করেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে শোয়েবকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আম্পায়ার। সে বিষয়ে হেইডেন বলেন, ‘শোয়েব খুব বাজে ব্যবহার করছিল। কিন্তু সেটা আম্পায়ার ভেঙ্কটকে কীভাবে বলব, সেটা ভাবছিলাম। অনুভব করছিলাম, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই।’শেষ পর্যন্ত আম্পায়ারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেইডেন, ‘আমি শোয়েবের বোলিং মার্কে গিয়ে বলেছিলাম, ১ থেকে ১৮ পর্যন্ত বল গুনছি। একবার তো শোয়েব দৌড়ে এসে যখন বল করবে, আমি সরে যাই। সে আমার দিকে দৌড়ে এসে বলে, “সমস্যা কী? ” আমি বলেছিলাম, “আমার সমস্যা আছে। ” আমি আম্পায়ার ভেঙ্কটকে গিয়ে বললাম, “খেলার নিয়ম অনুযায়ী কেউ শিষ্টাচার পরিপন্থী হয়ে দৌড়ে এসে আমাকে গালি দিতে পারে না।”সেই ম্যাচে ২৫৫ বলে ১১৯ রান করেছিলেন হেইডেন। তাঁর উইকেটটি নিতে পারেননি শোয়েব। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ৯২.১ ওভারের মধ্যে শোয়েব বল করেছিলেন ১৪ ওভার। ৪২ রান দিয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট।

অ্যাটলেটিকোয় করোনার হানা, তবে পেছাচ্ছে না ম্যাচ

ইউরোপিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দলে একজন গোলকিপারসহ ১৩ জন খেলোয়াড় সুস্থ থাকলেই যেকোনো ম্যাচ হওয়ার কথাইউরোপের ফুটবল আকাশে চ্যাম্পিয়নস লিগ নিয়ে আবার সংশয়ের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল। কারণ, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে করোনার হানা। গত শনিবার দলটির দুজন খেলোয়াড় আনহেল কোরেয়া ও সিমে ভরসালিয়োকোর করোনা ধরা পড়েছে। তবে এ দুজনের করোনা ধরা পড়ার কারণে পেছাচ্ছে না কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও রেড বুল লাইপজিগের ম্যাচটি। আগের সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি আগামী বৃহস্পতিবারই হবে বলে আজ জানিয়েছে ইউরোপের ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা উয়েফা।আজ দলের বাকি খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও সাপোর্ট স্টাফের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসাই এর কারণ। ইউরোপিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দলে একজন গোলকিপারসহ ১৩ জন খেলোয়াড় সুস্থ থাকলেই যেকোনো ম্যাচ হওয়ার কথা। অ্যাটলেটিকো-লাইপজিগ ম্যাচটি সূচি অনুযায়ী হওয়া নিয়ে উয়েফার এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘ম্যাচটি সূচি অনুযায়ী হবে। এ ছাড়া এই মুহূর্তে আমরা আর কিছু বলতে পারব না।’চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে এরই মধ্যে বাদ পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, জুভেন্টাসের মতো দল। কোয়ার্টার ফাইনালে বাদ পড়বে বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের মধ্যে যেকোনো এক পরাশক্তি। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে অ্যাটলেটিকো হয়তো নিজেদের ইতিহাসের প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখছে। এর মধ্যেই দুজন খেলোয়াড়ের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর আসায় আশার সে বেলুনটা একটু চুপসেই যাওয়ার কথা অ্যাটলেটিকোর। দুজনের করোনাভাইরাস থাকলে অন্যদেরও সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা করছিল অনেকেই। কিন্তু সেটা হয়নি। তাই হয়তো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন অ্যাটলেটিকোর কোচ ডিয়েগো সিমিওনে।চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পর্তুগালের লিসবনে পাড়ি জমাবে অ্যাটলেটিকো। লিসবনগামী ৯৩ সদস্যের সে দলটার করোনা পরীক্ষা করা হয় যাত্রার আগে। সে পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে করোনার অস্তিত্ব। এখন ওই দুই খেলোয়াড়কে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তবে প্রক্রিয়ার শেষ এখানেই নয়। লিসবনে নামার সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের আবার পিসিআর পরীক্ষা করা হবে। করোনা আক্রান্ত দুজনের সান্নিধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি ছিলেন তাঁদের বের করা হবে। যে কারণে অনুশীলন সূচি, পর্তুগালের রাজধানীতে থাকার জায়গা, ও যাত্রার সকল কার্যক্রমে পরিবর্তন এসেছে।অ্যাটলেটিকো এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘নতুন পরিকল্পনা খুব শিগগিরই উয়েফাকে জানানো হবে, জানানো হবে বাকি সবাইকেও।’

জন্মস্থানে ৫০ টি কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র দিলেন মেসি

আর্জেন্টিনার রোজারিও, যেখানে শেকড় লিওনেল মেসির। কৈশোরে রোজারিও থেকে স্পেনে পাড়ি জমালেও জন্মস্থানকে কী আর ভুলে থাকতে পারেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক! করোনার এই সময়ে জন্মস্থান রোজারিওর মানুষের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছেন বার্সেলোনা তারকা। সেখানকার হাসপাতালগুলোর জন্য দান করেছেন ৫০টি কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র।মানবিক কাজে সব সময়ই এগিয়ে আসেন লিওনেল মেসি। ইউনিসেফের তহবিলে শিশুদের জন্য অর্থ দান করা থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনায় বাস্তুহারা ও ক্ষুধার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেছে তাঁকে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভালো চিকিৎসা সেবা। তাই এবার হাসপাতালে দান করেছেন শ্বাসযন্ত্র। এরই মধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর যে যন্ত্রের অভাবে অনেক মানুষই গেছেন।৫০টি কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে ৩২টি বিশেষ ফ্লাইটে রোজারিওতে পৌঁছে গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেসির ঘনিষ্ঠ একজন, ‘লিওর (মেসি) দান করা ৫০টি কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের ৩২টি শুক্রবার রোজারিওর বিমানবন্দরে পৌঁছে গেছে।’ সেখান থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর সেগুলো বিভিন্ন হাসপাতালে বিতরণ করা হবে। করোনার এই সময়ে মেসির সাহায্য এই প্রথম নয়। গত মে মাসে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসের একটি হাসপাতালে কিছু চিকিৎসা সরঞ্জামের সঙ্গে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র প্রদান করেছিলেন তিনি।তবে শুধু আর্জেন্টিনাতেই নয়, নিয়মিতই বার্সেলোনার বিভিন্ন হাসপাতালে অনুদান দেওয়ার নজির আছে মেসির। গত বছর তার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সান হুয়ান দে লেউ হাসপাতালে শিশুদের ক্যানসারের জন্য তহবিল গড়েছিলেন তিনি।

খেলা শুরুর অনুমতি মিলেছে ফেডারেশনগুলোর

অবশেষে জেগে উঠতে শুরু করেছে ক্রীড়াঙ্গন। করোনায় স্থগিত হওয়া খেলাধুলা ও অনুশীলন শুরুর জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে গত মাসে অনুমতি চেয়েছিল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। অবশেষে খেলোয়াড়দের মাঠে ফেরার অনুমতি দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আজ ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এই পরামর্শের চিঠি হাতে পেয়েছে। খেলোয়াড়দের অনুশীলনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সবগুলো ফেডারেশনে দ্রুত চিঠি পাঠাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এনএসসি সচিব মাসুদ করিম প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিভিন্ন ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশন ও ফেডারেশন আমাদের জানিয়েছে যে তারা খেলা শুরুর জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত। এ বিষয়টি আমরা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিলাম। মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের জন্য বিষয়টা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সেই অনুমতি আমরা পেয়ে গেছি। খুব দ্রুত আমরা এ—সংক্রান্ত নির্দেশনার কথা সব ফেডারেশনকে জানিয়ে দেব। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া কোভিড-১৯—এর সব রকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনেই খেলোয়াড়েরা মাঠে নামতে পারবে।’স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক পৃষ্ঠার স্বাস্থ্যবিধিতে ১২টি নির্দেশনা রয়েছে খেলোয়াড় ও ফেডারেশনগুলোর জন্য। খেলা ও অনুশীলন শুরুর আগে মহামারি প্রতিরোধক সরঞ্জাম মাস্ক, গ্লাভস, জীবাণুনাশক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সবার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। মাঠে ঢোকার আগে খেলোয়াড়, কোচসহ সবার তাপমাত্রা পরীক্ষা করাতে হবে। অনুশীলন ক্যাম্পে থাকার সময় পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খাবার গ্রহণ করতে হবে। একজনের ব্যবহারের জিনিস আরেকজন ব্যবহার করতে পারবেন না। অবশ্য এরই মধ্যে বিসিবির অনুমতি নিয়ে ক্রিকেটাররা নিজ উদ্যোগে অনুশীলন শুরু করেছেন। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাই উপলক্ষে জাতীয় দলের ফুটবলারদের ক্যাম্পও শুরু হয়েছে। এ ছাড়া বিমানবাহিনীর তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে হকি খেলোয়াড়দের ক্যাম্প। আর্চারি ৬ আগস্ট ক্যাম্প শুরু করতে চাইলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অপেক্ষায় ছিল এত দিন। অনুমতি মেলার পর ১৪ আগস্ট গাজীপুর শহীদ আহসানউল্লাহ স্টেডিয়ামে সব আর্চারকে রিপোর্ট করতে হবে। আর ১৭ আগস্ট হবে সবার করোনা পরীক্ষা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ পেয়ে খুশি আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন, ‘অবশেষে আমরা অনুমতি পেয়েছি অনুশীলনের। খেলোয়াড়েরা সবাই খুব খুশি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা অনুশীলন শুরু করতে চাই।’

‘ম্যারাডোনা আমার বন্ধু, তবে সেরা পেলে’

করোনাভাইরাসের আগ্রাসন না থাকলে হয়তো ভিডিও সভায় নয়, সরাসরিই দেখা হতো তাঁর সঙ্গে। এর আগে লিভারপুলের পৃষ্ঠপোষক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সৌজন্যে বাংলাদেশের লিভারপুল ভক্তরা সুযোগ পেয়েছেন ক্লাবের দুই কিংবদন্তি জন বার্নস ও রবি ফাওলারকে দেখার। কিন্তু করোনার কারণে এবার তো তা সম্ভব ছিল না।

বাংলাদেশের দুটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে তাই ইয়ান রাশের ভিডিও সাক্ষাতের সুযোগ করে দিল লিভারপুলের পৃষ্ঠপোষক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।সদা হাস্য লিভারপুল কিংবদন্তি সাক্ষাৎকারজুড়েই ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। কখনো কৌতুকে হাসতে বাধ্য করছেন, তো কখনো নিজে হাসছেন স্মিত হাসি। তা ইয়ান রাশ যখন সামনে, প্রশ্ন তো বাঁধ মানে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্ন করার তাড়া, কিন্তু কত প্রশ্নই তো করার আছে! জানার আছে কত কিছু! তাঁর নিজের গল্প, লিভারপুলের অতীত-বর্তমান, ৩০ বছরের অপেক্ষার শেষ টেনে ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুলের এবার ইংলিশ লিগ জয়ের অনুভূতিকথা কী আর শেষ হতে চায়!পুরোটা সময়জুড়ে রাশ যেন ছিলেন লিভারপুলের জার্সি গায়ে দিনগুলোতে প্রতিপক্ষ গোলপোস্টের সামনের ‘রাশে’র মতোই স্বচ্ছন্দ, প্রাণোচ্ছল, স্বতঃস্ফূর্ত। তা লিভারপুল নিয়ে তো অনেক কথা হয়েছেই, তাঁর প্রাণের ক্লাবটার বাইরের কিছু প্রসঙ্গও চলে এসেছে আলোচনায়। মেসি না রোনালদো, পেলে না ম্যারাডোনা যেমন। এমন একজন কিংবদন্তিকে পেয়ে চিরন্তন এই বিতর্কগুলোতে তাঁর বিশ্লেষণ, পছন্দ-অপছন্দ না জানলে চলে!প্রশ্ন হয়েছিল পেলে-ম্যারাডোনা বিতর্ক নিয়ে। রাশ লিভারপুলে দুই মেয়াদের মাঝে ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমটা খেলেছেন ইতালির ক্লাব জুভেন্টাসে। মাত্রই আর্জেন্টিনাকে ছিয়াশি বিশ্বকাপ জেতানো ডিয়েগো ম্যারাডোনা তখন নাপোলিতে আলো ছড়াচ্ছেন। তা ম্যারাডোনা তো তাঁর সময়েরই খেলোয়াড়, একসঙ্গে মাঠে অনেক স্মৃতি আছে, সামনে থেকেই খেলতে দেখেছেন। আর পেলেকে রাশ দেখেছেন শৈশবে। দুজনের মধ্যে কাকে এগিয়ে রাখবেন তিনি?প্রশ্নটা শুনে ভিডিওর ও প্রান্তে দেখা মেলে ৫৮ বছর বয়সী ওয়েলশ কিংবদন্তির হাসির। বললেন, ‘এ দুজনের মধ্যে একজনের নাম নেওয়া মেসি-রোনালদোর মধ্যে কে সেরা, সে প্রশ্নের মতো হয়ে যায় অনেকটা। পেলে আমার সব সময়ের নায়ক। ম্যারাডোনা আমার অনেক ভালো বন্ধু, ইতালিতে একে অন্যের বিপক্ষে খেলেছি। ওর সঙ্গে এখনো আমার নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তবে দুজনের মধ্যে আমি পেলেকেই বেছে নেব।’পেলে কেন, সে ব্যাখ্যায় বিশ্বকাপটাই রাশের কাছে প্রাধান্য পায়, ‘তিনি মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিশ্বকাপ খেলেছেন, জিতেছেন। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন চারটি (আসলে তিনটি)। কী দুর্দান্ত ছিলেন! ম্যারাডোনাও বল পায়ে যেকোনো কিছুই করতে পারত। একই কথা বলা যায় মেসি-রোনালদোর ক্ষেত্রেও। পেলে-ম্যারাডোনা, মেসি-রোনালদো এরা প্রত্যেকেই বাকিদের চেয়ে অনেক এগিয়ে, অন্য উচ্চতায়। পেলে তাঁর সময়ে, ম্যারাডোনা ওর সময়ে, এখন মেসি-রোনালদো। তবে তিনি চারটা (তিনটি) বিশ্বকাপ জিতেছেন বলেই আমি পেলেকে ওপরে রাখব।’পেলে-ম্যারাডোনা প্রসঙ্গ যখন এসেছেই, মেসি-রোনালদো আর বাদ থাকে কেন! সে যুগে পেলে-ম্যারাডোনার মতোই গত দশ-পনেরো বছর ধরে তো এই তর্কটাই ঘিরে রেখেছে ফুটবলকে। এখানে রাশের পছন্দটা পরিষ্কারক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। লিওনেল মেসির চেয়ে রোনালদোর ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ জেতার অভিজ্ঞতাই বেশি নজর কাড়ছে লিভারপুলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার। হেসে বললেন, ‘জানতাম এই প্রশ্নটা আসবে। আমি রোনালদোকে বেছে নেব। শুধু এই কারণে যে ও তিনটি ভিন্ন দেশে খেলেছে। ইংল্যান্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে, স্পেনে রিয়াল মাদ্রিদে এখন ইতালিতে জুভেন্টাসে। তিনটি আলাদা আলাদা দেশে ও লিগও জিতেছে।’মেসির খেলাও ভালো লাগে তাঁর, তবে রোনালদো ওই একটা জায়গাতেই এগিয়ে রাশের চোখে, ‘মেসি বার্সেলোনা ছাড়া অন্য কোনো ক্লাবে, ধরুন ম্যানচেস্টার সিটিতে গিয়ে কী করে আমার দেখার খুব ইচ্ছা। মেসি যেভাবে খেলে, সেটা অসাধারণ। বার্সেলোনার খেলার ধরন ওর সঙ্গে যায়। ও যদি কখনো বার্সা ছাড়ে, তাহলে বেশ সমস্যায় পড়বে ক্লাবটা। মেসি খেলোয়াড় হিসেবে এতটাই ভালো। তবু, আমি রোনালদোকেই এগিয়ে রাখব, কেননা ও তিন দেশে জিতে দেখিয়েছে।

রাজভবনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি স): সামনে একুশের নির্বাচন। বর্তমানে পাখির চোখ সেদিকেই। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরের চলছে জোর তরজা। আর সেই তরজায় মাঝেই রবিবার রাজভবনে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরের সঙ্গে সাক্ষাতে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

বর্তমানে সকলেই উৎসাহিত একুশের নির্বাচনকে নিয়ে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে আবার বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর স্ত্রী। যোগদান ত্যাগ নিয়ে এমনিতেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। সেই উত্তেজনায় আরো কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠলো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজভবনে দেখে। বহুদিন ধরেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কবে রাজনীতিতে আসবেন, আদতে আসবেন নাকি সেই নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। যদিও এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সৌরভ। তবে এরই মাঝে রবিবার রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও কি কারনে এসেছেন তিনি সেই বিষয়ে কিছু জানাননি। সৌজন্য সাক্ষাৎ নাকি অন্য কোনও কারণ তা এখনও অধরা। যদিও তিনি কেনও রাজভবনে এসেছেন সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকের পরেই রাজভবনে কেনও এসেছেন বিসিসিআই সভাপতি সে বিষয়ে তিনি জানাবেন। রাজ্যপালের সঙ্গে তার ৩০ মিনিটের বৈঠক চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কুয়াশাচ্ছন্ন উত্তর ভারত, দিল্লিতে দৃশ্যমানতা একেবারে তলানিতে

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ঘন কুয়াশা কাটিয়ে স্বস্তি পাচ্ছেই না রাজধানী দিল্লি। গত কয়েকদিনের মতো রবিবারও কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। রবিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লির রাজঘাট, পঞ্জাবি বাগ প্রভৃতি এলাকা। দিল্লির পাশাপাশি এদিন সকালে কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল উত্তরাখণ্ড, পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়। এছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরাতে এদিন সকালে ঘন কুয়াশা ছিল। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা একেবারে তলানিতে পৌঁছে যাওয়ায় রাজধানী দিল্লিতে ব্যাহত হয়েছে যানবাহন চলাচল। ধীর গতিতে এবং হেড লাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে গাড়ি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকতে পারে এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মুম্বইয়ের মন্দিরে আগুনে মৃত্যু দু'জনের দগ্ধ একজন

মুম্বই, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মুম্বইয়ের চারকোপ থানা এলাকায় মন্দিরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন দু''জন। এছাড়াও আগুনে ঝলসে গিয়েছেন একজন। রবিবার ভোররাতে চারকোপ এলাকায় অবস্থিত কান্দিভলি সাই মন্দিরে আগুন লাগে। রাতে ওই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন ৩ জন।

শাটার নামিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁরা। গভীর রাত থেকে ভোররাতের মধ্যে মন্দিরে আচমকাই আগুন লাগে। ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আয়োজিত রক্তদান শিবিরটি পরিদর্শন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি-নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় আর্থিক সহায়তা পেয়ে খুশি করবুকের কৃষকগণ

২৭ ডিসেম্বর ঃ অম্পিনগর কমিউনিটি হলে ও অমরপুর টাউন হলে গত ২৫ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় দেশের ৯ কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ১৮ হাজার কোটি টাকা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠান সরাসরি সম্পচার করা হয়। অম্পিনগর আর ডি ব্লকের উদ্যোগে অম্পিনগর কমিউনিটি হলে এবং অমরপুর আর ডি ব্লকের উদ্যোগে অমরপুর টাউন হলে এই দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অম্পিনগর কমিউনিটি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সিন্ধ চন্দ্র জমাতিয়া, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিডিও প্রীতম সরকার ও ক'ষি তত্ত্বাবধায়ক কোহিনূর দেববর্মা। অমরপুর টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অমরপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন মন্টি দেবনাথ (রুদ্রপাল), ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্করানন্দ সাহা, সমাজসেবী স'য় চক্রবর্তী, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বি'ানী হরফুল ইসলাম ও ক'ষি আধিকারিক তুষারকান্তি দাস। দুটি অনুষ্ঠানেই স্থানীয় ক'ষকগণ অংশ নেন।

অনুরূপ অনুষ্ঠান গত ২৫ ডিসেম্বর করবুক ও শিলাছড়ি ব্লকেও অনুষ্ঠিত হয়। কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় আর্থিক সহায়তা পেয়ে খুশি ব্যক্ত করেছেন করবুক ও শিলাছড়ি ব্লকের ক'ষকগণ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ক'ষকগণ জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় আর্থিক সহায়তা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি ৪ মাস অন্তর অন্তর আসছে। এই টাকা দিয়ে তারা সার, বীজ কিনতে পারছেন। সময় মতো চাষ করতে পারছেন। এতে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। করবুক ব্লকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক র'িৎ দাস ও ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান অসীম ত্রিপুরা। শিলাছড়ি ব্লকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান স'য় জমাতিয়া।

জম্পইজলা ব্লক ও জম্পইজলা ক'ষি তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে গত ২৫ ডিসেম্বর বুখুরুই কমিউনিটি হলে অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় স্থানীয় ক'ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিডিও বরুণ দেববর্মা ও ক'ষি তত্ত্বাবধায়ক কিংশুক দেববর্মা।

সাব্রম মহকুমার পোয়াংবাড়ি, সাতচাঁদ ও রূপাইছড়ি ব্লকের ক'ষকদের নিয়েও গত ২৫ ডিসেম্বর অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতেও স্থানীয় ক'ষকগণ অংশ নেন। রূপাইছড়ি ব্লকের অনুষ্ঠানে বিধায়ক শঙ্কর রায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ক'ষকদের সরকারি সহায়তা নিয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানগুলিতে অন্যান্যদের মধ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও এবং ক'ষি তত্ত্বাবধায়কগণ উপস্থিত ছিলেন।

কমলাসাগরে মন কি বাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৭ ডিসেম্বর।। সারা রাজ্যের সাথে কমলাসাগর মাতার মন্দিরে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী মনকি বাত কমলাসাগর মাতার মন্দিরের সামনে অনুষ্ঠিত হয় ২০২০ সালের সর্বশেষ মন কি বাত অনুষ্ঠান। যুব মোর্চার উদ্যোগে মন কি বাত অনুষ্ঠান টি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি নবাদল বনিক সিপাহীজলা উত্তর অংশের যুব মোর্চার সভাপতি দীপুনু দাস এবং বিশালগড় ব্লক চেয়ারপারসন ছন্ধ্যা দেববর্মা, কমলাসাগর যুব মোর্চার সভাপতি বিকাশ সাহা সহ অন্যান্যরা।

বামুনিয়া ছড়ায় বসছে ওয়াটার প্লান্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর।। এবার ছড়ার জলকে কাজে লাগাবে দপ্তর। বামুনিয়া ছড়ায় বসছে ওয়াটার প্লান্ট। ২০২২ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌছে দেওয়ার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের।

উত্তরের কদমতলা ব্লক এলাকায় শুকনো মশুম আসতেই পানীয় জলের হাহাকার শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে সরসপুর, সরলা, ব্রজেন্দ্রনগর ইত্যাদি ইন্দোবাংলা সিমান্ত ঘেষা গ্রামে জল সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। কুয়োর জলে ভরসা করেও চলেনা,শুকনো মরশুমে জল শুকিয়ে জায়। এই এলাকায় জলের উৎস বলতে কিছুই নেই। বিগত সরকারের আমলে পানীয় জলের উৎস নির্মাণের নামে দেদার অর্থ অপচয় হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কিন্তু বিশাল জনবসতি পুর্ণ এলাকার প্রায় ১০ হাজার মানুষ এবার জল পাবে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়া হবে বিশুদ্ধ পানীয় জল। সরসপুর ও সরলার গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা বামুনিয়া ছড়াতে বাঁধ দিয়ে বসানো হবে ওয়াটার প্লেন্ট। ডিডাব্লুএস দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ দাস সহ একটি টিম গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন। আগামীকাল থেকে শুরঃ হবে সার্ভের কাজ।পুরো ৫ কিলোমিটার জুড়ে বসানো হবে পাইপ লাইন। পরিদর্শন কালে দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব,ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যা ভূষণ দাস সহ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব জানান,পানীয় জলের সংকট নিরসনে লক্ষ্যে ডিডাব্লুএস দপ্তর পরিকল্পনা নিচ্ছে কিভাবে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

ডিডাব্লিউ এস দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ দাস জানান,উত্তর জেলার বিভিন্ন জায়গায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের কাজ শেষের পথে। উত্তর জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে পানীয় জলের উৎস পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এবার বিশুদ্ধ পানীয় জল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে কদমতলা ব্লকের ছয়ের পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন জায়গায় জনশিক্ষা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া,২৭ ডিসেম্বর।। রবিবার যথাযথ মর্যাদায় তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকায় উদযাপিত হয় ৭৬তম জনশিক্ষা দিবস। এই উপলক্ষ্যে এদিন জিএমপি-র সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ব্রহ্মছড়া-গকুলনগর, পুলিনপুর, মহারাণী প্রভৃতি এলাকায় হয় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন। পর হয় জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রয়াত নেতৃত্ব সুধন্য দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, দশরথ দেব প্রমুখদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান। পরে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হয় নীরবতা পালন। কোথাও কোথাও মোমবাতি প্রজ্বোলন সহ খেলাধূলাও হয়।

দুপুরে সিপিআই(এম) তেলিয়ামুড়া মহকুমা অফিসে হয় হলসভা। এতে উপস্থিত ছিলেন জিএমপি-র কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সদস্য তথা সিপিআই(এম) তেলিয়ামুড়া মহকুমা সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমতিয়া, সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য মনীন্দ্র দাস, মহকুমা নেতৃত্ব গৌরী দাস, সুভাষ নাথ, দীপক দাস প্রমুখ।

হলসভায় প্রধান বক্তার ভাষণে জিএমপি-র কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সদস্য তথা সিপিআই(এম) তেলিয়ামুড়া মহকুমা সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া বলেন, রাজন্য আমলে শিক্ষার তেমন প্রসার ঘটেনি। তখন ছিল হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র স্কুল। আর তাই এই রাজ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য কয়েকজন শিক্ষিত যুবক এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে সুধন্য দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, দশরথ দেব প্রমুখরা ছিলেন অন্যতম।

তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। এই অবস্থায় জনশিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্বদের প্রতিকৃতিতে শুধু ফুলমালা দিলেই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে না। এখনও যারা দূরে রয়েছে তাদেরকে সংগঠিত করে লড়াই এর মধ্য দিয়ে রাজ্যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পাড়লেই তাদের প্রতি জানানো হবে প্রকৃত শ্রদ্ধা।

যোগেন্দ্রনগর উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার যোগেন্দ্রনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আজ এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় ।স্বাস্থ্য শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস। শিবিরে এলাকার বহু সংখ্যক জনগণ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ দিতে শামিল হন ।চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ পত্র প্রদান করেন ।স্বাস্থ্য শিবিরে অংশ নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস বলেন এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির এর ফলে এলাকার মানুষজন স্বাস্থ্য পরিষেবার অতিরিক্ত সুযোগ লাভ করেছেন ।শুধুমাত্র যোগেন্দ্রনগর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নয় অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন ।এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির করা হলে স্থানীয় মানুষজন স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগকে আরো হাতের কাছে পাবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন ।বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস আরো বলেন রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

এবছর জুমের ফসল উৎপাদন সন্তোষজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া,২৭ ডিসেম্বর।। এবছর মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টি হলে ও জুম চাষ করে ভালোই হয়েছ। জুমের ফসল তেলিয়ামুড়া বাজারে এবং চাকমা ঘাট বাজারে এনে বিক্রি ও করছি। এতে আয় উপার্জন ও হচ্ছে স্বাভাবিক ভাবেই। বর্তমান জোট সরকারের সময় কালে জুম চাষ করে ভালোভাবেই দিনগুজরান করতে পারছি। বক্তব্য গুলো মুঙ্গিয়া কামী ব্লকের অধীনে নতুন হাজরা পাড়া এলাকার উপজাতি গিরি বাসীদের। সংবাদে প্রকাশ মুঙ্গিয়া কামী ব্লকের অধীনে নতুন হাজরাপাড়া এলাকায় ৩০ পরিবার রিয়াং জনজাতি দের বসবাস। তারা অর্থাৎ ৩০ পরিবার রিয়াং জনজাতির লোকজনরা পেশায় জুম চাষী। বর্তমানকালে তারা সরকারের গুচ্ছ প্রকল্প গুলির সুযোগ সুবিধা পেলেও পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সরকারি ঘর পাওয়া থেকে বঞ্চিত। যদিও ৩০ পরিবার রিয়াং জনজাতির মানুষজনরা বিপিএল রেশন কার্ড ভুক্তা। ওইসব জনজাতির লোকজনরা পানীয় জলের সমস্যায় জর্জরিত। অভিযোগ স্থানীয় মুঙ্গিয়া কামী ব্লক প্রশাসন থেকে ওইসব পরিবারগুলোর জন্য পানীয় জলের কোন সুব্যবস্থা করে দিতে পারেনি। নতুন হাজরা পাড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকার কারণে এলাকার জনজাতি মানুষজনরা কেরোসিন সম্বলিত আলোর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়(কুপি বাতি)। এই অবস্থায় এলাকাবাসীদের দাবি প্রশাসন যাতে তাদের জন্য পানীয় জল, বিদ্যুতের সুব্যবস্থা করে দেয়।

মহকুমাভিত্তিক ও জেলাভিত্তিক যুব উৎসব

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আজ রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের ২ নং কনফারেন্স হলে উদয়পুর মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন সমাজসেবী শীতল চন্দ্র মজমদার। মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, আজকের যুবক আগামীদিনে দেশের ভবিষ্যৎ। যুব সমাজই পারে ভারতকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে। যুব সমাজের মধ্যে স্বামীজির ভাবধারা জাগ্রত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইকফাই ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বিপ্লব হালদার ও মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়। সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি দেবল দেবরায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল। মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী দলগুলি গোমতী জেলাভিত্তিক যুব উৎসবে অংশ নেবে।

এদিকে, খোয়াই জেলাভিত্তিক যুব উৎসব আজ খোয়াই পুরাতন টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয়। জেলাভিত্তিক এই যুব উৎসবে খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া মহকুমার ১০১ জন শিল্পী সমবেত লোকনৃত্য, সমবেত লোকসংগীত, তবলা, তাৎক্ষণিক ছয়ের পাতায় দেখুন

ফিরে দেখা : ২০২০-তে চিরবিদায় নিলেন যাঁরা

করোনা মহামারির মধ্যে দিয়ে ২০২০-র শেষ লগ্নে এসে দাঁড়ালেও প্রতিটি মানুষের মনে গেঁথে থাকবে এই বছরটা। বিষাদের ছায়া যেন কার্যত গ্রাস করেছে গোটা ২০২০ সালকেই। ইতিমধ্যেই করোনার কবলে পড়ে বিশ্বজুড়ে মারা গিয়েছেন প্রায় ১৫.৪২ লক্ষ মানুষ। আর মাত্র কয়েকটা দিন পরই শুরু হবে নতুন বছরের পথ চলা। কিন্তু এখনও অব্যাহত করোনার দাপট। এই বছরই আমরা হারিয়েছি বেশ কিছু সেরা ব্যক্তিত্বকে। তাঁদের প্রয়াণে আরও গাঢ় হয়েছে বিষাদের ছায়া।দেখে নেওয়া যাক বিষাদের এই বছরে কাঁরা পৃথিবীর মায়া ছেড়ে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন :

জানুয়ারি

কোবি ব্রায়ান্ট : বছরের প্রথম মাসেই প্রয়াত হন বাস্কেটবলের কিংবদন্তী কোবি ব্রায়ান্ট। ২৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। মার্কিন বাস্কেটবল লীগ এনবিএ''র পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন ব্রায়ান্ট ছিলেন এক্ষেত্রে সর্বকালের সেরাদের একজন খেলোয়াড়। তার মৃত্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল।

ফেব্রুয়ারি

তাপস পাল : ১৮ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা তাপস পাল। ৬১ বছর বয়সে জীবনাবসান হয় এই তারকার। অভিনেতার অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমেছিল টলিউডে। ২০০১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখেন তিনি। পর পর দু'বার বিধানসভা নির্বাচনে জেতেনও তিনি। ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন তাপস পাল। প্রাক্তন সাংসদের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ হয়ে যায় বাংলার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গও।

ক্যাথেরিন জনসন : এ বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি মারা যান নাসার সর্বকালের অন্যতম সেরা গণিতবিশারদ ক্যাথেরিন জনসন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০১ বছর। কিন্তু বার্ধক্যজনিত কারণে শরীরে একাধিক রোগ বাসা বাঁধলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রাণ শক্তিতে বলিয়ান ছিলেন ক্যাথেরিন। প্রথম মহাকাশে মানুষ পাঠানোর ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ভোলার নয়। তাঁর জীবনির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় হলিউডের বিখ্যাত ছবি ''হিডেন ফিগার্স''।

মার্চ

পি. কে. ব্যানার্জি : দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ২০ মার্চ মৃত্যু হয় কিংবদন্তি ফুটবলার তথা কোচ পিকে ব্যানার্জির। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। ভারতের ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা ছিলেন তিনি। যেমন ফুটবলার হিসেবে দাপিয়েছেন ভূ-ভারতের ময়দান, তেমনই কোচ হিসেবে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে কুড়িয়েছেন সম্মান। কিংবদন্তি এই প্রাক্তন ফুটবলারের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে আসে ফুটবল দুনিয়ায়।

এপ্রিল

জিন ডেইচ : এই বছরের ২১ এপ্রিল প্রয়াত হন সকলের ছোটবেলার সাথী সেই ''টম এন্ড জেরি''-র স্রষ্টা জিন ডেইচ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। অস্কারজয়ী এই অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র নির্মাতার ঝুলিতে রয়েছে ''পপাই, দ্য সেলার ম্যান''-এর মত বিখ্যাত কার্টুন চরিত্র।

ইরফান খান : মাত্র ৫৩ বছর বয়সে প্রতিভাবান অভিনেতা ইরফান খান গত ২৯ এপ্রিল মারা যান। ২০১৮ সাল থেকে তিনি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। তাঁর মস্তিষ্কে নিউরো-এন্ডোক্রাইন টিউমার হয়েছিল। পরে, তিনি কোলন সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। জুরাসিক পার্ক সহ বিশ্ব সিনেমার আঙিনায় একাধিক ছাপ রেখেছেন ইরফান। ভারতীয় সিনে জগতেও ইরফানের অবদান ভোলার নয়। এদিকে অভিনেতার প্রয়াণে দুঃখপ্রকাশ করতে দেখা যায় জুরাসিক পার্ক সিনেমার পরিচালক কলিন ট্রেভরোকেও।

ঋষি কাপুর : ইরফানের মৃত্যুর একদিন পরই মারা যান প্রবীণ অভিনেতা ঋষি কাপুর। ৬৭ বছর বয়সে ৩০ এপ্রিল প্রয়াত হন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা ঋষি কাপুর। বোন ম্যারো ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। ১৯৭০ সালে মেরা নাম জোকার ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন ঋষি কাপুর। হিরো হিসাবে ঋষি কাপুরের পথচলা শুরু ১৯৭৩ সালে মুক্তি প্রাপ্ত ছবি ববির সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে বলিউডে।

মে

মোহিত ভাগেল : মাত্র ২৭ বছর বয়সে ২৩ মে মারা যান ''রেডি'' ছবির অভিনেতা মোহিত ভাগেল। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। তার মৃত্যুতে বলিউডে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া।

অজিত যোগী : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৯ মে প্রয়াত হন ছত্তিশগড়ের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। জননেতা হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয় হলেও একেবারেই অভাবনীয়ভাবে রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক নেমে এসেছিল ছত্তিশগড়ের রাজনৈতিক মহলে।

জুন

ওয়াজিদ খান : ১ জুন প্রয়াত হন সংগীত পরিচালক ওয়াজিদ খান। জনপ্রিয় সাজিদ-ওয়াজিদ জুটির অংশ ছিলেন তিনি। মাত্র ৪২ বছর বয়সে তিনি মারা যান। করোনা সংক্রমণের ফলে তাঁর কিডনিতে ইনফেকশন হয়। ওয়াজিদের মৃত্যুতে বলিউডে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল

বাসু চট্টোপাধ্যায় : গত ৪ জুন ''বাতেঁ বাতেঁ মে'' পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায় মারা যান। বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন ৯৩ বছরের এই পরিচালক।

সুশান্ত সিং রাজপুত : ১৪ জুন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃতদেহ পাওয়া যায় তাঁর বান্দ্রার ফ্ল্যাটে। মৃত্যুকালে অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। এই মৃত্যুর খবর নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। রীতমতো চমকে উঠেছিল বলিউড থেকে সাধারণ মানুষ । মুম্বই পুলিশ আত্মহত্যা বলে দাবি করলেও তাঁর পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ আনা হয়। শুরু হয় 'জাস্টিস ফর সুশান্ত' আন্দোলন। তদন্তে উঠে আসে বলিউডের মাদক যোগের প্রসঙ্গও। সুশান্তের মৃত্যুকে ঘিরে তোলপাড় পড়ে যায় বিনোদন জগতে।

জুলাই

সরোজ খান : গত ৩ জুলাই জনপ্রিয় নৃত্য পরিচালক সরোজ খান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি বলিউডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৩ হাজারের বেশি গানে নৃত্য পরিচালনা করেছেন তিনি। তাঁর নাচের স্টেপ এখনও বলিউডে জনপ্রিয়। ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সরোজ খান একটি টিভি রিয়েলিটি শোয়ের বিচারক ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ হয়ে যায় গোটা বলিউড।

এননিও মরিকোন : গত ৬ জুলাই প্রয়াত হন অস্কারজয়ী সঙ্গীত প্রযোজক এননিও মরিকোন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। সঙ্গীতের জগতে মরিকোন দ্বিতীয় সঙ্গীত প্রযোজক, যিনি অস্কার পুরস্কার জিতেছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে ভেঙে পড়ে গোটা বিশ্ব সঙ্গীতজগৎ।

কমেডিয়ান জগদীপ : গত ৮ জুলাই প্রয়াত হন কমেডিয়ান জগদীপ। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন ৮১ বছরের এই প্রবীণ অভিনেতা। কমেডিয়ান হিসেবে তাঁকে খ্যাতি এনে দেয় 'ব্রহ্মচারী' ছবিটি। প্রায় ৪০০-রও বেশি ছবিতে কাজ করা এই শিল্পীর প্রয়াণে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকজ্ঞাপন করেছিলেন বহু তারকা।

আগস্ট

সমীর শর্মা : গত ৫ আগস্ট ''হাসি তো ফাসি'' অভিনেতা সমীর শর্মার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় মুম্বইয়ে তাঁর বাসভবন থেকে। মৃত্যুকাল তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর। টেলি দুনিয়ায় তাঁর সফর শুরু হয় একতা কাপুরের হাত ধরেই। তাঁর অকাল প্রয়াণে বিনোদন জগতে নেমে আসে শোকের ছায়া।

জন হিউম : এ বছরেই ৬ আগস্ট মারা যান জন হিউম। উত্তর আয়ারল্যান্ডবাসীর কাছে তিনি ছিলেন ভগবানের স্বরূপ। একাধিক সামাজিক কাজের জন্য গোটা বিশ্বব্যাপীই তিনি পৌঁছেছিলেন খ্যাতির শিখড়ে। ১৯৯৮-এর ''গুড ফ্রাইডে চুক্তি''-এর অন্যতম নায়ক ছিলেন জন হিউম। এই কারণে নোবেল শান্তি পুরস্কারও পেয়েছিলেন হিউম।

নিশিকান্ত কামাত : গত ১৭ আগস্ট লিভার সিরোসিসে হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে মারা যান ''দৃশ্যম'' পরিচালক নিশিকান্ত কামাত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। মরাঠি ছবি ডম্বিভালি ফাস্টের সঙ্গে ২০০৫ সালে পরিচালক হিসাবে কাজ করা শুরু করেন নিশিকান্ত। প্রথম ছবিতে ব্যবসায়িক সাফল্যের পাশাপাশি এসেছিল জাতীয় স্বীকৃতি। ২০০৬ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসরে সেরা মরাঠি ছবির পুরস্কার পেয়েছিল এই ছবি।

সেপ্টেম্বর

এস পি বালাসুব্রহ্মণ্যম : গত ২৫ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে করোনা-সম্পর্কিত জটিলতার কারণে মারা যান জনপ্রিয় গায়ক এস পি বালাসুব্রহ্মণ্যম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪। দক্ষিণ ভারতের পাশাপাশি বলিউডি ছবিতে একাধিক জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন তিনি। অনুরাগারী তাঁকে পাদুম নীলা উপাধি দিয়েছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এসপি বালাসুব্রহ্মণ্যম গায়ক, অভিনেতা, সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। নানা ভাষায় তাঁর ৪০ হাজার গান রয়েছে। গত পাঁচ দশক ধরে চুটিয়ে কাজ করে গিয়েছেন তিনি। আর সুরের জাদুতে ভুলিয়ে রেখেছিলেন আসমুদ্রহিমাচলের সমস্ত সঙ্গীতপ্রেমী মানুষকে। তাঁর মৃত্যুতে দেশের সঙ্গীত জগতে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া।

অক্টোবর

এডি ভ্যান হেলেন : এ বছরের গত ৭ অক্টোবর ৬৫ বছর বয়সে ক্যানসারের কারণে মারা যান বিখ্যাত গিটারবাদক ও ''ভ্যান হেলেন'' ব্যান্ডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এডি ভ্যান হেলেন। অত্যাধুনিক রক গানের কারণে ১৯৮৪ সালে মার্কিন তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ভ্যান হেলেন ব্যান্ড।

সিন কনারী : ৩১ অক্টোবর ৯০ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেন বিশ্বখ্যাত জেমস বন্ড অভিনেতা সিন কনারী। ১৯৬২ থেকে ১৯৮৩-এর মধ্যে প্রায় সাতটি 'বন্ড'' সিনেমায় অভিনয় করেন তিনি। বেশ কিছু কাল ধরেই অসুস্থ ছিলেন এই স্কটিশ অভিনেতা। মৃত্যুকালে বাহামা দীপপুঞ্জে ছিলেন তিনি। সেখানেই মারা যান তিনি। দ্য আনটাচেবল'-এ আইরিশ পুলিশের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কনারি ১৯৮৮ সালে অস্কার পান। রানির কাছ থেকে নাইট উপাধিও পেয়েছিলেন তিনি।

নভেম্বর

ফরাজ খান : গত ৪ নভেম্বর মারা যান মেহন্দি'' অভিনেতা ফরাজ খান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০। বুকে সংক্রমণের ফলে স্নায়ুজনিত সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন তিনি। ১৯৯৬ সালে 'ফারিব'-এ প্রথম ফারাজকে দেখা যায় নায়ক হিসেবে।

আসিফ বাসরা : ১২ নভেম্বর হিমাচল প্রদেশের ম্যাকলিয়ডগঞ্জের বাসভবন থেকে উদ্ধার হয় ''পাতাললোক'' অভিনেতা আসিফ বাসরার ঝুলন্ত দেহ। বলিউডের বহু সিনেমায়, অ্যাডে পরিচিত মুখ ছিলেন ৫৩ বছর বয়সী আসিফ বাসরা। নিজের অভিনয়ের গুণে দর্শকদের আপন হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

দিয়েগো মারাদোনা : ২৬ নভেম্বর মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন ফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনা। ৬০ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। ১৬ বছর বয়সে আর্জেন্টিনার জুনিয়র টিম থেকে শুরু করেন কেরিয়ার। পরবর্তীতে তাঁর ''গোল অফ দ্য সেঞ্চুরি'' তাঁকে ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী জায়াগা করে দেয়। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে মারাদোনার পারফরম্যান্স বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম আলোচিত বিষয়। ১৯৯০ বিশ্বকাপেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান মারাদোনা। ১৯৯৪ বিশ্বকাপেই ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে শেষবার দেখা যায় মারাদোনাকে। বিতর্কের মধ্যেই শেষ হয় তাঁর কেরিয়ার। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।